পথ-নির্দেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

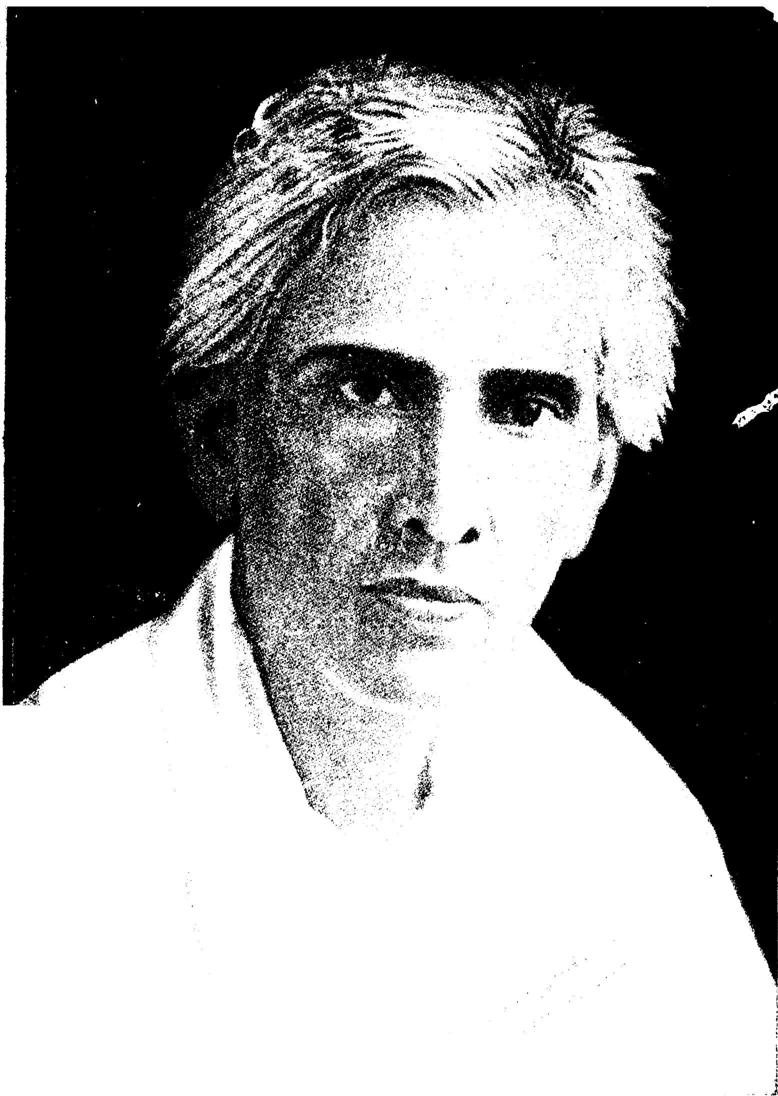
পথ-নির্দ্দেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

এক টাকা

দ্বিতীয় মুদ্রণ
চৈত্র—১৩৫৯



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পথ-নির্দ্দেশ

পথ-নির্দ্দেশ

১

মাঝারি গৃহস্থ-ঘরের বাড়ীর কর্ত্তা যখন যক্ষ্মারোগে মারা যান, তখন তিনি পরিবারটিকে আধ-মরা করিয়া যান। সুলোচনার স্বামী পতিতপাবন ঠিক তাহাই করিয়া গেলেন। বর্ষাধিক কাল রোগে ভুগিয়া একদিন বর্ষার দুর্দ্দিনে গভীর রাত্রে দেহত্যাগ করিলেন। সুলোচনা কাল স্বামীর শেষ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দিয়া পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন, আর উঠেন নাই। স্বামী নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন, সুলোচনা তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, চীৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিলেন না। ত্রয়োদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা হেমনলিনী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অদূরে মাদুরের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে জাগাইলেন না। সে ঘুমাইতে লাগিল, পিতার মৃত্যুর কথা জানিতেও পারিল না। বাড়ীতে একটি ভৃত্য নাই, দাসী নাই, দূর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় পর্য্যন্ত নাই।

পাড়ার লোকও ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বিশেষ অপরাহ্ণ হইতেই বৃষ্টি চাপিয়া আসিয়াছিল বলিয়া, দয়া করিয়া আজ আর কেহ রাত্রি জাগিবার নাম করিয়া ঘুমাইতে আসে নাই।

বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ভিতরে মৃত স্বামীকে চোখের সামনে লইয়া সুলোচনা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরদিন সংবাদ পাইয়া সকলেই আসিলেন, পুরুষেরা মড়া বাহির করিয়া শ্মশানে লইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরাও গোবর-জল ছড়া দিয়া কাঁদিতে বসিয়া গেলেন।

সুলোচনার থাকিবার মধ্যে শুধু একখানি ছোট আম-কাঁটালের বাগান অবশিষ্ট ছিল। পাড়ার লোকের সাহায্যে সেইটি একশত টাকায় বিক্রয় করিয়া যথাসময়ে স্বামীর শেষ কাজ সমাধা করিয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিলেন। মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হবে মা এবার?

মা জবাব দিলেন, ভয় কি মা? ভগবান আছেন।

শ্রাদ্ধ-শেষে যাহা বাঁচিয়াছিল, তাহাতে একমাস কোন মতে কাটিয়া গেল। তারপর একদিন আকাশ মেঘমুক্ত দেখিয়া, প্রভাত না হইতেই তিনি ঘরে-দোরে চাবি দিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়ে প্রশ্ন করিল, কোথায় যাবে মা?

মা বলিলেন, কল্‌কাতায, তোর দাদার বাড়ীতে।

আমার আবার দাদা কে? কোন দিন ত তাঁর কথা বল নি?

মা একটু চুপ করিয়া বলিলেন, এত দিন আমার মনে পড়ে নি মা।

হেম অতিশয বুদ্ধিমতী, সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাজ নেই মা, কারু বাড়ী গিয়ে। দেশে থেকে দুঃখ করলে আমাদের দুটো পেটের ভাত জুটবে—আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সুলোচনা উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বলিযা উঠিলেন, দাঁড়াস্ নে হেম, সকাল হ'য়ে যাবে।

চলিতে চলিতে বলিলেন, তিনি তোকে অনেক লেখা-পড়া শিখিয়েছেন—সে সমস্ত জলে ফেলিস্ নে। তুই আমাকে কি বলবি হেম। আমি জানি, ঘরে ব'সে মাযে-ঝিযে দুঃখ করলে পেটের ভাতটা জুটবে, কিন্তু তোর বিযে দেব কি করে বল দেখি মা?

হেম বলিল, বিযে নাই দিলে?

জাত যাবে যে রে।

হেম বলিল, গেলেই বা মা। আমরা দুটি মাযে-ঝিযে থাক্‌ব—দুঃখ ক'রে খাব, আমাদের জাত থাকলেই বা কি,

গেলেই বা কি। পৃথিবীতে আরো অনেক জাত আছে, মেয়ের বিয়ে না দিলে তাদের জাত যায় না। আমরা না হয়, তাদের মত হ'য়ে থাকব।

মেয়ের কথা শুনিয়া সুলোচনা এত দুঃখের মাঝেও একটুখানি হাসিলেন, বলিলেন, তা হ'লেও গাঁ ছাড়তে হবে। জাত গেলে কেউ উঠান ঝাঁট দিতেও ডাক্‌বে না।

হেম আর জবাব দিল না। বিস্তর অপ্রীতিকর স্মৃতি ইহার পশ্চাতে উদ্যত হইয়াছিল, সেইগুলি দমন করিয়া লইয়া সে চুপ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

যে পথটা গঙ্গার পাশ দিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রীরামপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাঁহারা সেই পথ ধরিয়া প্রায় ক্রোশখানেক আসিয়া পথিপার্শ্বে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া হেম বলিল, মা, সকাল হ'য়ে গেছে, আমার পথ চলতে লজ্জা হ'চ্ছে।

সুলোচনার নিজেরও লজ্জা করিতেছিল। নিচে এক বৃদ্ধা প্রাতঃস্নানে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, শ্রীরামপুর ইষ্টিশানের এই পথ না?

বৃদ্ধা ক্ষণকাল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরা কোথা থেকে আস্‌চ মা?

পথ-নির্দ্দেশ

সুলোচনা সে কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, ইষ্টিশানে যাবার আর কোন পথ নেই মা?

দেবালয়ের বিপরীত দিকে একটি ছোট গলি বরাবর রেলওয়ে লাইনের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধা সেই পথটী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, এই গলিটা বামুনদের বাড়ীর পাশ দিয়ে বরাবর রেলের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। এই পথ দিয়ে যাও। রেলের রাস্তা ধ'রে সোজা বাঁ-দিকে গেলে ছিরামপুর ইষ্টিশানে পৌছুবে- যাও মা, ভয় নেই, কেউ কিছু বলবে না।

সুলোচনা কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

২

আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের উপর গুণেন্দ্রর প্রকাণ্ড বাড়ী প্রায় খালি পড়িয়াছিল। তেতলার একটা ঘরে সে শয়ন করিত, আর একটায় লেখা-পড়া করিত। বাকি ঘরগুলা এবং সমস্ত দ্বিতলটা শূন্য পড়িয়াছিল। নিচের তলায় এক পাচক, দুই ভৃত্য ও এক দারোয়ান এক-একটা ঘর দখল করিয়া থাকিত, তদ্ভিন্ন সমস্ত ঘরই তালা-বন্ধ।

গুণেন্দ্রর পিতা লোহার ব্যবসা করিয়া মৃত্যুকালে এত টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার এক সন্তান না থাকিয়া দশ সন্তান থাকিলেও কাহারো উপার্জ্জন করিবার প্রয়োজন হইত না, সেই টাকা এবং পিতার লোহার কারবার বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া সমস্ত টাকা গুণেন্দ্র ব্যাঙ্কে জমা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আদালতে ওকালতি করিতে বাহির হইয়াছিল, ভৃত্য আসিয়া বলিল, বাবু, আপনার চানের সময় হ'য়েছে।

যাচ্ছি, বলিয়া গুণেন্দ্র পড়িতে লাগিল।

ভৃত্যটা খানিক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দুটি মেয়েমানুষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

পথ-নির্দ্দেশ

গুণেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বই হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে ?

হাঁ বাবু, আপনার সঙ্গে। আপনার—

তাহার কথা শেষ না হইতেই সুলোচনা ঘরে প্রবেশ করিলেন। গুণেন্দ্র বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুলোচনা চাকরটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুই নিজের কাজে যা।

ভৃত্য চলিয়া গেলে বলিলেন, গুণি, তোমার বাবা কোথায় বাবা ? গুণেন্দ্র অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, জবাব দিতে পারিল না।

সুলোচনা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার মুখের দিকে চেয়ে চিন্‌তে পারবে না বাবা। প্রায় বার বছর আগে তোমাদেরই পাশের বাড়ীতে আমরা ছিলাম। সেই বছরে তোমার পৈতা হয়, আমরাও বাড়ী চলে যাই। তোমার বাবা কি দোকানে গেছেন ?

গুণেন্দ্র বলিল, না, বছর-তিনেক হ'ল মারা গেছেন।

মারা গেছেন। তোমার পিসিমা ?

তিনিও নেই। তিনি বাবার পূর্ব্বেই গেছেন।

সুলোচনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দেখ্‌ছি শুধু আমিই আছি। তোমার মা যখন মারা যান, তখন তুমি

সাত বছরেরটি। তার পর পৈতে না হওয়া পর্য্যন্ত আমার কাছেই তুমি মানুষ হ'য়েছিলে। হাঁ, গুণি, তোর সইমাকে মনে পড়ে না রে?

গুণেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হাঁ, মা! তুমি?

সুলোচনা হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া বলিলেন, হা বাবা আমিই।

গুণেন্দ্র একখানা চৌকি টানিয়া বলিল, বসো মা!

সুলোচনা হাসিয়া বলিলেন, যখন তোর আশ্রয়ে এসেছি তখন বস্‌ব বৈ কি। হাঁ রে তুই এখনো বিয়ে করিস্ নি?

এবার গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, এখনো ত সময় হ'য়ে ওঠে নি।

সুলোচনা বলিলেন, এইবার হবে। বাড়ীতে কি কেউ মেয়েমানুষ নেই?

না।

রাঁধে কে?

একজন বামুন আছে।

সুলোচনা বলিলেন, বামুনের আর দরকার নেই, এখন

থেকে আমি বাঁধব। আচ্ছা, সে পরে হবে। আমার আরো দু-চারটে কথা আছে, সেইগুলো ব'লে নি। আমার স্বামীর এখানকার কাজ যাবার পরে আমরা বাড়ী চ'লে যাই। হাতে কিছু টাকা তখন ছিল, দেশেও কিছু জমি-জমা ছিল। এতেই এক রকম স্বচ্ছন্দে দিন কাটছিল। তারপর গত বৎসর তাঁকে যক্ষ্মারোগে ধরে। চিকিৎসার খরচে, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তিনি মাস-খানেক পূর্ব্বে স্বর্গে গেলেন। এখন অনাথাকে দুটি খেতে দিবি এই প্রার্থনা।

তাঁর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। গুণেন্দ্রর চোখও ছল ছল করিয়া উঠিল। সে কাতর হইয়া বলিল, মাকে মানুষে খেতে দেয় না, তুমি কি এই কথা মনে ভেবে এখানে এসেছ মা?

সুলোচনা আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, না বাবা, সে কথা মনে ভেবে আসি নি। তা হ'লে এত দুঃখেও বোধ হয় আসতাম না। তোকে ছোটটি দেখে গেছি, আজ বার বছর পরে দুঃখের দিনে যখনি মনে পড়েছে, কোন শঙ্কা না ক'রেই চ'লে এসেছি। তা ছাড়া আরো একটি কথা আছে, আমার মেয়ে হেমনলিনী—সে তোরই বোন—সে আবার আমার চেয়ে অনাথা। বিয়ের বয়স হ'য়েছে, কিন্তু

বিয়ে দিতে পারি নি। তার উপায় তোকে ক'রে দিতে হবে।

গুণেন্দ্র বলিল, তাকে কেন সঙ্গে আন নি মা?

সুলোচনা বলিলেন, এনেছি। কিন্তু সে বড় অভিমানিনী! পাছে এ সব কথা শুনতে পায়, তাই তাকে নিচে বসিয়ে রেখে, আমি একলাই ওপরে এসেছি।

গুণেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া চাকরটাকে চীৎকার করিয়া ডাক দিয়া বলিল, ও নন্দা, নিচে হেম ব'সে আছে যা শীগগির ডেকে নিয়ে আয়।

সুলোচনা বলিলেন, তাকে উদ্ধার করতে তোর খরচ হবে—সে ঋণ আমি কোন দিন

গুণেন্দ্র বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তবে মা, আমি বাইরে যাই, তোমার যা মুখে আসে বল। কিন্তু আমার মা ম'রে যাবার পর তুমি যা ক'রেছিলে, সে সব ঋণের কথা আমি তুলি তা হ'লে ব'লে রাখছি মা, তোমাকেও লজ্জায় বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার চেয়ে কাজ নেই—তুমিও চুপ কর, আমিও করি।

সুলোচনা হাসিয়া বলিলেন, তাই ভাল। তবে মেয়েটা আসচে তার সামনে আর বলা হবে না—তাই এই বেলা ব'লে রাখি। মনে করিস্ নি গুণি, আমি মায়ের চোখ নিয়ে

একথা বল্‌চি, কিন্তু হেম এলে দেখতে পাবি তোর বোন রূপে গুণে কোন মানুষেরই অযোগ্য হবে না। তার বাপ তাকে অনেক লেখাপড়া শিখিয়েচে—শেষ কয়েক বছর এইটেই তার একমাত্র কাজ ছিল। আমি বল্‌চি, ও মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ঘরই আলো হবে। ও হেম, এই দিকে আয়—ইনি তোর গুণিদাদা—প্রণাম কর্।

হেম ঘরে ঢুকিয়া গুণেন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া নতমুখে দাঁড়াইল। তাহার পথশ্রমে ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া গুণেন্দ্র বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুলোচনা বোধ করি সে ভাব লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, গুণি, হেমকে তোর হাতেই দিতাম, যদি না দেশাচারে নিষেধ থাকৃত। আমি ম'লে হেমের দশ দিন অশৌচ হবে, তোকেও তিন দিন অশৌচ মানতে হবে, তাই ধর্ম্মতঃ ও তোর বোন হয়।

গুণেন্দ্র এবার নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া হেমকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, হেম শুনলে ত—আমাদের একই মা। মায়ের বাড়ীতে আমিও যেমন, তুমিও তেমনি! চল, তোমাদের খাবার যোগাড় ক'রে দি।

সুলোচনা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, গুণি, তোর গলায় পৈতে দেখচি না যে।

গুণেন্দ্র খালি গাযে ছিল, সে নিজে গলাব দিকে এক-বাব চাহিযা দেখিযা হাসিযা বলিল, আমবা ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্ম? ছি বাবা, কাণ্ডটা ভাল কব নি। যাই হোক্, প্রাযশ্চিত্ত ক'বে পৈতে নাও।

গুণেন্দ্র বলিল, কাজটা যদিও আমাব ঠিক করা নয, বাবা নিজেই ক'বে গেছেন, কিন্তু প্রাযশ্চিত্ত কবাবও কোন আবশ্যক দেখি নে মা। ব্রাহ্ম মতটা মন্দ ব'লে মনে করি না।

সুলোচনা মনে মনে যেন শক্ত আঘাত পাইযা বসিযা পডিলেন। খানিক পবে নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, জানি নে, কেন মানুষেব এ সব দুর্ব্বুদ্ধি হয।

গুণেন্দ্র হাসিযা বলিল, দুর্ব্বুদ্ধিব কথা অন্য সমযেও হ'তে পাব্‌বে মা, এখন বান্নাঘবেব দিকে চল।

৩

পথিক যেমন গাছতলায় বাঁধিয়া খাইয়া হাঁড়িটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায় এবং তখন চাহিয়া দেখে না হাঁড়িটা ভাঙিল কি বাঁচিল, সংসারে শতকরা নব্বই জন লোক ঠিক এমনি করিয়াই সরস্বতীর কাছ হইতে কাজ আদায় করিয়া মা লক্ষ্মীর রাজপথের ধারে নির্ম্মমভাবে তাঁহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়—একবার ফিরিয়াও দেখে না তিনি ভাঙিলেন, কি বাঁচিলেন। গুণেন্দ্র সেরূপ করে নাই। সে চিরদিন যে ভাবে শ্রদ্ধা করিয়া, সেবা করিয়া আসিয়াছিল, উকীল হইয়াও ঠিক তেম্‌নি করিয়াই সরস্বতীর সেবা করিতে লাগিল। তাহার পড়িবার ঘর পুস্তকে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সেই ঘরের মধ্যে হেমনলিনী ভাবি আশ্রয় পাইল। গুণেন্দ্র গুছান প্রকৃতির লোক ছিল না বলিয়া তাহার যে পুস্তক একবার আলমারীর বাহিরে আসিত তাহা শীঘ্র আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পাইত না। টেবিল, চেয়ার অবশেষে নিচের গালিচার উপর পড়িয়া পড়িয়া সুদীর্ঘ কাল পরে যদি কোন গতিকে নন্দার সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করিত, আবশ্যক হইলে আর বাহির হইত না-- এমনি মিশিয়া যাইত। একটা

পুস্তকের তালিকাও তাহার ছিল বটে, কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাইবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না।

হেম এই বিশৃঙ্খলা দুই-চারি দিনের মধ্যেই ঠিক করিয়া ফেলিল। একদিন একটা আলমারি খালি করিয়া সমস্ত বই নিচে নামাইয়াছে, এমন সময়ে গুণেন্দ্র ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া হেম বলিল, গুণিদা, এই বইগুলো ঐ আলমারিতে, আর ওই বইগুলো এই আলমারিতে রাখলে ভারি সুবিধে হয়।

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, কি সুবিধে হয়?

হেম বলিল, বাঃ সুবিধে হবে না? দেখ্‌চ না এই বইগুলো এইটাতে রাখ্‌লে কেমন—

গুণেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিল, দেখতে পাচ্ছি বটে, খুব সুবিধে হবে।

হেম একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, যাও—কর্‌ব না, তোমার ভাল কর্‌তে নেই।

গুণেন্দ্র একখানা বই তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

এই ঘরটিতে হেমনলিনী দিবারাত্র থাকিত বলিয়া, গুণেন্দ্র আজকাল তাহার শোবার ঘরে বসিয়াই পড়া-শুনা করিত। একদিন রবিবারে দুপুর-বেলা হেম বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, গুণিদা আসব?

গুণী ভিতর হইতে বলিল, এস।

হেম ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, তুমি সব সময়ে এই শোবার ঘরে ব'সেই বই পড় কেন?

দোষ কি? এ ঘরে কি বিদ্যে কম হয়?

তোমার পড়বার ঘরেই কি এতদিন কম হ'য়েছিল?

গুণেন্দ্র বলিল, কম হয় নি বটে, কিন্তু কাঁচা হয়েছিল—এই ঘরে সেগুলো পাক্‌ছে।

হেম প্রথমে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু কথাটা বুঝিতে না পারিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, তোমার কেবল তামাসা। একটা কথাও তুমি সোজা ক'রে বলতে জান না।

গুণী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, জবাব দিল না।

হেম বলিল, আমি কিন্তু জানি। ও-ঘরে আমি থাকি ব'লেই তুমি যাও না। আমাকে তুমি লজ্জা কর। আমি কিন্তু তোমাকে একটুও লজ্জা করি নে।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন কর না, করা ত উচিত।

হেম হাত দিয়া একগাছা চুল কপালের উপর হইতে পিঠের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিল, তোমাকে আবার লজ্জা করতে যাব কি, তুমি কি পর? সে হবে না গুণিদা, চল সে ঘরে। বলিয়া সে বইগুলা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

হেমের সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য হার, চুড়ি, বালা প্রভৃতি কতকগুলা অলঙ্কার গুণী কিনিয়া আনিয়াছিল। সুলোচনা দেখিয়া বলিলেন, কেন বাবা, এ সব?

গুণী বলিল, এই ক'টিতে কি হবে মা, আরো ঢের চাই। শুধু হাতে ত মেয়ে পার হবে না।

সুলোচনা আর কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুটিতে কেমন করিয়া যে এত সত্বর এত আপনার হইয়া গেল, এই কথা তিনি যখন তখন ভাবিতে লাগিলেন। একদিন তিনি গুণীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই সামনের অগ্রাণ যেন ব'য়ে না যায় বাবা। যেমন ক'রে হোক্, ওর বিয়ে দিতেই হবে। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

গুণী বলিল, সে জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। কিন্তু হাত-পা বেঁধে জলে ফেলেও ত দিতে পারব না। একটি সুপাত্র চাই।

সুলোচনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, সুপাত্র অপাত্র ওর অদৃষ্ট গুণী। আমাদের কাজ আমরা করব, তারপর ভগবানের হাত্।

সে ঠিক কথা মা, বলিয়া গুণী চলিয়া গেল। তাহার মুখের উপর দিয়া একটা কাল ছায়া ভাসিয়া গেল, সুলোচনা

তাহা লক্ষ্য করিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, না, ভাল হচ্ছে না—যত শীঘ্র পারা যায় পাত্রস্থ করা চাই।

কয়েকদিন পরে, হেম হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এখনো শুয়ে আছ—কাপড় পর নি? শীগ্‌গির ওঠ।

গুণী বিছানার উপর শুইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। হেম আলমারির কাছে গিয়া খট্‌ করিয়া আলমারি খুলিয়া একমুঠা নোট ও টাকা লইয়া আঁচলে বাঁধিল। চাবি বন্ধ করিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি গুণীদা, আর দেরি ক'রো না, ওঠ। দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে!

গুণী তাহার সাজগোজ দেখিয়া কতকটা অনুমান করিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে?

হেম ব্যস্ত হইয়া বলিল, বেশ। গাড়ী তৈরি করতে ব'লে দিয়েচি এক ঘণ্টা আগে। এখন—তুমি বল্‌চ কোথায় যেতে হবে।

গুণী বলিল, কোচম্যান্ না হয় জানতে পারে, কোথায় যেতে হবে, আমি ত কোচম্যান্ নই জান্‌ব কি ক'রে?

হেম হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি কোচম্যান্ কেন হবে গুণীদা? চল দোকান বন্ধ হ'য়ে যাবে।

কোন্ দোকান?

পথ-নির্দ্দেশ

বইয়ের দোকান গো। তোমাকে মানদা ব'লে যায় নি? আমি তাকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিলাম যে। অনেক ভাল ভাল নূতন বাঙ্গলা বই বেরিয়েছে—আমি একটা লিষ্ট করেচি।

তাহার হাতে একটা কাগজের টুক্‌রো দেখিয়া গুণী হাত বাড়াইয়া বলিল, লিষ্ট্ দেখি।

না, তা হ'লে তুমি কিন্‌তে দেবে না।

তা হ'লে চুরি ক'রে কিন্‌লেও পড়তে দেবো না।

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা চল, গাড়ীতে দেখাব।

সন্ধ্যার সময় তাহারা একগাড়ী বই কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। সুলোচনা দেখিয়া বলিলেন, ইস্। এত বই কি হবে রে!

গুণী বলিল, কি জানি মা, ও সব হেমের বই। কেবল কতকগুলো বাজে বই কিনে টাকা নষ্ট ক'রে এল।

সুলোচনা বলিলেন, তুই দিলি কেন?

গুণী বলিল, আমি কেন দেব? চাবি ওর হাতে, ও নিজে টাকা নিলে, গাড়ী তৈরি কর্‌তে ব'লে দিলে, তারপর নিজে গিয়ে কিনে আন্‌লে—আমি শুধু সঙ্গে ছিলাম বৈ ত নয়।

পথ-নির্দ্দেশ

হেম পুস্তকের রাশি নন্দাকে দিয়া, মানদাকে দিয়া এবং কতক নিজে বহিয়া লইয়া তেতলার ঘরে চলিয়া গেল। সুলোচনা বলিলেন, গুণী, অত প্রশ্রয় দিস্ নে বাবা। কোথায় কার হাতে পড়বে, তখন দুঃখে মারা যাবে।

গুণী উপরে পড়িবার ঘরে গিয়া দেখিল, হেম গ্যাসের আলোকে নিচে বসিয়া নূতন পুস্তকের পিছনে আটা দিয়া নম্বর আঁটিতেছে, দেখিয়া বলিল, মা ব'লেছেন, তোমাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। কোথায় কার হাতে প'ড়ে দুঃখে মারা যাবে।

হেম মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কেন মারা যাব? আমাকে গরীব-দুঃখীর ঘরে দিলে, আমি তার পরের দিনই পালিয়ে আস্‌ব।

গুণী হাসিয়া বলিল, তবে সেই ভাল।

হেম আর জবাব দিল না, কাজ করিতে লাগিল। গুণেন্দ্র কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস দমন করিয়া লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গেল। বিজয়ার দিনে গাড়ী করিয়া ঠাকুর ভাসান দেখিয়া ফিরিয়া মাকে প্রণাম করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তেতলার খোলা ছাদের উপর

পথ-নির্দ্দেশ

জ্যোৎস্নার আলোকে গুণেন্দ্র একাকী পায়চারি করিতেছিল, হেম সুমুখে আসিয়া তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া দাঁড়াইল। গুণেন্দ্র নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া, একবার একটুখানি যেন লজ্জা করিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই বলিল, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লে না গুণিদা?

গুণেন্দ্রর চমক ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ক'রেছি বৈ কি।

কৈ কর্‌লে?

মনে মনে ক'রেছি।

হেম হাসি চাপিয়া বলিল, কি আশীর্ব্বাদ কর্‌লে আমাকে বল।

গুণেন্দ্র বিপদগ্রস্ত হইয়া অবশেষে গম্ভীর হইয়া বলিল, আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌তে নেই। তা হ'লে ফলে না।

হেম বলিল, আচ্ছা সে হবে, তুমি মাকে প্রণাম ক'রেচ?

সে ত রোজ করি।

হেম ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, সে হবে না! আজ বিজয়া, আজ বিশেষ ক'রে প্রণাম কর্‌তে হয়। শীগ্‌গির যাও—না হ'লে তিনি দুঃখ কর্‌বেন।

গুণেন্দ্র নিচে নামিয়া গেল।

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি একদিন হেম ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, তোমাদের কি আর কথা নেই, আর কাজ নেই? কেন, তোমাদের কি ক'রেছি আমি! বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

গুণেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, কি হয়েছে হেম?

হেম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, যেন কিছু জানে না! কি হ'য়েছে হেম। মা বল্‌ছিলেন, শান্তিপুরে, না কোথায়, সমস্ত ঠিক হ'য়ে গেছে! আমি যদি বিয়ে না করি, তোমরা কি জোর ক'রে আমার হাত পা বেঁধে দিতে পার?

গুণেন্দ্র এবার বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ—এই কথা। বড় হ'য়েছ, তোমার বিয়ে দিতে হবে না?

না।

না কি? বিয়ে না দিলে জাত যাবে যে।

বিয়ে না দিলে তোমাদের জাত যায় কি?

গুণেন্দ্র কহিল, আমাদের যায় না—আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু তোমাদের যখন সময়ে না দিলে জাত যায়, তখন দিতে হবে।

হেম চোখ মুছিয়া বলিল, তোমরা ঠিক। তোমরাই মানুষ, তাই মানুষকে এমন ধ'রে বেঁধে বধ কর না। আমি

কিছুতেই এ-বাড়ী ছেড়ে যাব না—তা তোমরা যত মৎলবই কর না।

গুণেন্দ্র তাহাকে শান্ত কবিবার অভিপ্রায়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, সেও খুব বড বাডী। তিনি দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বড়লোক, সেখানে তোমাব কোন কষ্ট হবে না।

হেম কিছুমাত্র শান্ত না হইযা সবেগে মুখেব উপব হইতে চুল সরাইযা দিযা কহিল, সে হবে না—কিছুতেই হবে না, তোমায আমি বল্‌চি। আমি তোমাদেব ভাব বোঝা হ'যে থাকি, আমাকে খেতে দিতে হবে না! আমি উপোস্ ক'বে আমাব পড্‌বাব ঘরে প'ড়ে থাকব—আমি কিছু চাইব না।

গুণেন্দ্র হাসিবাব চেষ্টা কবিযা বলিল, সেখানেও তোমাব পড়্‌বাব ঘব পাবে। না পাও, তোমাব এই ঘব আমি সেখানে তুলে দিযে আস্‌ব।

হেম সে কথায কর্ণপাত না কবিযা কাঁদিযা বলিল, তোমাকে কিছু কব্‌তে হবে না গুণীদা, কিচ্ছু না। এই অগ্রাণ মাসে? এই এক মাস পবে? তোমাব দুটি পাযে পডি গুণীদা, তুমি সম্বন্ধ ভেঙে দাও।

তাহাব কান্না দেখিযা গুণেন্দ্রব নিজেব চোখও ভিজিযা

উঠিয়াছিল। সে কোন মতে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, সে কি হয় ভাই? সে হয় না। কথা-বার্ত্তা সব পাকা হ'য়ে গেছে।

ছাই কথা-বার্ত্তা! ছাই পাকা কথা। তুমি সম্বন্ধ ক'রেছ, তুমি ইচ্ছে করলে ভেঙে দিতে পার। আমি হাত জোড় ক'রে বল্‌চি গুণীদা, আমার এই কথাটি রাখো।

সুলোচনা সন্দিগ্ধ-চিত্তে পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, ঘরে ঢুকিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, এ সমস্ত তোর কি হ'চ্চে হেম? এ সব কি পাগলের মত বকচিস্? সম্বন্ধ কি কখনো ভাঙা যায়, না পাকা কথার নড়চড় করা যায়? আর ভাঙ্‌বেই বা কেন? তোর ভাগ্যি ভাল যে, এমন ভাই পেয়েচিস্। এমন সম্বন্ধ জুটেছে—তুই বলিস্ কি না, ভেঙে দিতে? বাঙালী মেয়ে খৃষ্টানীর মত আইবুড়ো থুবড়ো হ'য়ে থাকবি? যা নিচে যা।

হেম চলিয়া গেল, সুলোচনা গুণেন্দ্রর দিকে চাহিয়া কহিলেন, এই সব দিন রাত বই পড়ার ফল। চব্বিশ-ঘণ্টা নভেল, নাটক নিয়ে থাকলেই এই সমস্ত দুর্ম্মতি হয়। অগ্রাণ মাসে যেমন ক'রে হোক, ওকে বিদেয় করতেই হবে।

গুণেন্দ্র চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুলোচনা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

দুই দিন পরে আদালত হইতে ফিবিয়া কি একটা বইয়ের জন্য গুণেন্দ্র পড়িবাব ঘবে ঢুকিতে যাইতেছিল, ভিতব হইতে হেম বলিয়া উঠিল, এসো না গুণীদা, আমি খাচ্চি।

গুণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খেলেই বা। আমি ঘরে ঢুকলেই কি খাওয়া নষ্ট হবে ?

হেম কহিল, সমস্ত ঘবময় কার্পেট পাতা বয়েছে যে।

গুণী বলিল, তোমার দাসী মানদা ঢুকলে জাত যায় না আমি কি তাব চেযে ছোট ?

হেম অপ্রতিভ হইযা হাসিযা বলিল, আচ্ছা এস আমাব খাওযা হযেচে। বলিযা খাবাবেব থালাটা ঠেলিযা টেবিলের ওধাবে সবাইযা দিল।

না না, তুমি খাও, তুমি খাও, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি। বলিযা গুণী তাড়াতাড়ি চলিযা গেল। তাগাব বুকেব ভিতবটা যেন জ্বালা কবিতে লাগিল।

পবদিন বেলা দশটাব সময গুণী ভাত খাইযা উঠিবামাত্রই হেম কোথা হইতে ছুটিযা আসিযা সেই পাতা আসনে বসিযা বলিল, বামুনঠাকুব, আমাকে এই পাতে ভাত দাও।

বামুনঠাকুব আশ্চর্য্য হইযা বলিল, ওতে যে বাবু খেযে গেলেন ?

হেম বলিল, হাঁ, হাঁ, জানি, তুমি দাও না।

পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইয়া সুলোচনা নিকটে আসিয়া বলিলেন, ও কি কচ্ছিস্ হেম! ও যে গুণীর এঁটো পাত, যা কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ ক'রে আয়।

হেম উচ্ছিষ্টাবশেষ হইতে একগ্রাস মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, ঠাকুর, ভাত দাও। গুণীদার এঁটো পাতে ব'সে খাবার যোগ্যতা সংসারের ক'জনের ভাগ্যে আছে? এ পাতে খেতে পাওয়া ভাগ্য।

সুলোচনা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, বামুনঠাকুর আরও ভাত তরকারি আনিয়া থালের উপর দিয়া গেল।

গুণী বারান্দার ওধারে বসিয়া মুখ ধুইতেছিল, সমস্ত শুনিতে পাইল। সন্ধ্যার পর সে হেমকে বলিল, আজ হেমের জাত গেল।

হেম নূতন বই লইয়া মগ্ন হইয়া পড়িতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, তোমাকে কে বল্‌লে?

যেই বলুক জাত গেছে ত?

হেম মুখ তুলিয়া বলিল, না। তোমার পাতে ব'সে খেলে কারু জাত যায় না—যারা জাত তৈরী ক'রেচে—তাদেরও না।

গুণী অদূরে আর একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া

বলিল, তা হোক কিন্তু কাজটা ভাল হয় নি। যার যা জাত, তাই তার মেনে চলা উচিত। তা ছাড়া মাকে দুঃখ দেওয়া হয় যে।

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ যেন রাগ করিয়া বলিল, এ যেন তোমার বাড়ী নয়, তোমার জায়গা নয়, তুমি যেন সকলের নিচে, সকলের ছোট। এ যদি বা তোমার সহ্য হয়, আমার হয় না। তোমার পাতে ব'সে খেলে মা দুঃখ পান, না খেলে, মার চেয়ে যিনি বড়, তাঁকে দুঃখ দেওয়া হয়। আচ্ছা, তুমি এখন যাও—আমি বক্‌তে পারি নে, পড়ি। বলিয়া সে খোলা বইয়ের পাতার উপর তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িল।

গুণেন্দ্র খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। তাহার দুই চোখের উপর হইতে একটা কাল পর্দ্দা আজ যেন অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

৪

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে নবদ্বীপে এক বড়লোকের ঘরে হেমের বিবাহ হইয়া গেল। সে দূর হইতে গুণীদাকে প্রণাম করিয়া স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গেল। সেখানে শ্বশুর, শ্বশ্রূ, জা, ননদ, কেহই ছিল না; স্বামীর পিতামহী এবং স্বামীর অবিবাহিত ছোটভাই—সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে।

কিশোরীবাবুর বয়স ছত্রিশের কাছাকাছি। তিনি বিপত্নীক হইয়া অবধি একটি ডাগর মেয়ে খুঁজিতেছিলেন, তাই হেমকে না দেখিয়াই তাঁহার পছন্দ হইয়া গেল। বিবাহের পর তিনি সুলোচনাকেও এ বাড়ীতে আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সুলোচনা সম্মত হইয়া মেয়ের কাছে পত্র লিখাইলেন। তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া পুণ্য-সঞ্চয় করেন, এই ইচ্ছা।

হেম জবাবে লিখিল, তুমি যে বাড়ীতে আছ মা, সে বাড়ীর হাওয়া লাগলেও সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার-হ'য়ে যেতে পারে। ওখানে থেকেও যদি তোমার পুণ্যসঞ্চয় না হয়, বৈকুণ্ঠে গেলেও হবে না। ওঁকে ছেড়ে যদি তুমি এস, আমি নিজে গিয়ে তাঁর কাছে থাকব।

মেয়েকে তিনি চিনিতেন, তাই যাইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার কোথাকার অজানা নবদ্বীপের আশে-পাশে দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমনি করিয়া আরো ছয় মাস কাটিয়া গেল। একদিন তিনি আর থাকিতে না পারিয়া কি একটা উৎসবের উপলক্ষ করিয়া, নন্দাকে সঙ্গে করিয়া ষ্টীমারে চড়িয়া বসিলেন। সেখানে গিয়া তিনি মেয়েকে রোগা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, কেউ নাই এখানে, বোধ করি তোর যত্ন হয় না। মেয়ে হাঁ-না একটা জবাবও দিল না।

উৎসব শেষ হইয়া গেলে, তবু তাঁহার ফিরিবার গা নাই দেখিয়া একদিন হেম বলিল, আর কতদিন জামাইয়ের বাড়ী থাকবে মা? লোকে নিন্দে করবে যে!

সুলোচনা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুই আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচিস্! এ তবু ত আপনার মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ী, সেইখানেই কোন নিজের বাড়ীতে ফিরে যাব শুনি?

হেম কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিয়া বলিল, তোমার দোষ নেই মা, এ আমাদের মেয়েমানুষের স্বধর্ম্ম। আমরা আপনার পর একদিনেই ভুলে যাই।

দিন কাটিতে লাগিল, আবার দুর্গাপূজা ঘুরিয়া আসিল।

গুণী বড ঘটা কবিযা পূজাব তত্ত্ব পাঠাইয়াছিল। স্থলোচনা হেমকে আডালে ডাকিযা বলিলেন, গুণী আমার ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু এ সব জানে।

মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাডায বিতরণ কবিযা, কাপড়-চোপড় সকলকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি নেই, তাই ছেলে আমাব বোনকে তত্ত্ব পাঠিয়েচে, এবং পূজা দেখিযাই তিনি ঘবে ফিবিবেন, এ কথাও সকলেব কাছে প্রচাব করিযা দিলেন। তাঁহাব যাওযা সম্বন্ধে হেম সেদিন হইতে আব কোন কথা বলিত না, আজও চুপ কবিযা বহিল। স্থলোচনা বুঝিতে না পাবিযা মনে মনে বলিলেন, যদি কখন ভগবান দিন দেন তখন বুঝ্‌বি মা, সন্তানকে ছেডে যেতে মাযেব প্রাণ কি কবে!

কিন্তু পূজা শেষ না হইতেই স্থলোচনাকে শক্ত কবিযা ম্যালেবিযায় ধবিল। মাসখানেক জ্বরভোগেব পবে, একদিন হেম বলিল, আব কেন মা, বিপদে মধুসূদনকে স্মবণ কবতে হয, যদি বাঁচতে চাও গুণীদাকে ডাক দাও। বলিতে বলিতে তাহাব দুই চোখ জলে ভবিযা গেল, তাবপব সেই জল ঝব্ ঝব্ কবিয়া ঝরিযা পডিতে লাগিল, ঊর্দ্ধমুখে স্থিব হইযা বসিযা বহিল। মা বলিলেন, তাই কব্ হেম, তাকে চিঠি লিখে দে।

হেম বাড়ীর সরকারকে দিয়া মাকে লইবার জন্য গুণেন্দ্রকে চিঠি লিখাইয়া দিল।

দুই দিন পরে মানদা ও দারোয়ান আসিয়া উপস্থিত হইল। হেম মানদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গুণীদা এলো না কেন রে?

মানদা বলিল, তাঁরও অসুখ। প্রায় দু হপ্তা হ'য়ে গেল, সর্দ্দি-কাসি কোন দিন বা একটু জ্বরও হয়, না হ'লে তিনিই আস্‌তেন। হেম আশা করিয়াছিল, গুণীদাদা আসিবে।

সুলোচনা চলিয়া গেলেন। গুণী ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দাস-দাসী সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে পাঠাইয়া দিল। যাইবার সময় সুলোচনা বলিলেন, গুণী, তুইও আমার সঙ্গে আয় বাবা, তোর দেহটাও ভাল নেই—চল্‌ দুজনেই যাই। গুণী স্বীকার করিতে পারিল না। তাহার কলিকাতায় কাজ ছিল, সে রহিয়া গেল।

পশ্চিমে গিয়া সুলোচনা সারিতে লাগিলেন। তিনি নবদ্বীপে ও কলিকাতায় চিঠি লিখিয়া সংবাদ জানাইলেন যে, শরীর ভাল থাকিলে মাঘের শেষে দেশে ফিরিবেন।

গত ছাব্বিশে অগ্রহায়ণ হেমের বিবাহ হইয়াছিল, আজ ছাব্বিশে অগ্রহায়ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ এই কথাটা স্মরণ করিয়া গুণী ক্ষণকালের জন্য বই হইতে মুখ তুলিয়া

শূন্য-দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল, এমন সময়ে পিছনে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া নূতন দরওয়ান ডাকিল, মহারাজ, একঠো জরুরি তার আয়া।

গুণী মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দরওয়ান বুদ্ধি করিয়া পিয়নকে সঙ্গে আনিয়াছে। সে খাম হাতে দিয়া দস্তখত লইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

গুণী তার পড়িয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। হেম খবর দিতেছে, সে রওনা হইয়া পড়িয়াছে, হুগলীতে নামিয়া ট্রেণে করিয়া আসিবে, সুতরাং বেলা তিন-চারিটার সময় হাওড়া ষ্টেশনে যেন গাড়ী পাঠান হয়। সে কি জন্য আসিতেছে, সঙ্গে কে কে আছে, কিশোরীবাবু আছেন কিংবা সে একলাই আসিতেছে, কিছুই বোঝা গেল না। বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেহ ছিল না, মানদা সুলোচনার সহিত পশ্চিম গিয়াছিল, তাই গুণী কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। পুরাতন কোচম্যান্ গাড়ী লইয়া গেল এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হেমকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে দাস-দাসী, চাকর এবং কিছু জিনিষপত্র ছিল। গুণী হেমকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, এ কি রকম পাগলের মত বেশ ক'রে আসা হ'ল শুনি?

হেম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ওপরে চল,

বল্‌চি। উপরে বসিবার ঘরে গিয়া স্থির হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা ত মাঘ মাসের আগে ফির্‌বেন না ?

গুণী বলিল, মা সেইরকমই ত লিখেছেন।

তা হ'লে তাঁকে এর মধ্যে আর জানিয়ে কাজ নেই। কিন্তু, আশ্চর্য্য দেখ গুণীদা, আজকের দিনে বিদেয় হ'য়েছিলাম, আজকের দিনেই ফিরে এলাম।

গুণী বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ফিরে এলাম কি ?

হেম সহজভাবে বলিল, ফিরে এলাম বৈ কি! আর সেখানে কি ক'রে থাক্‌ব ? কেন, তুমি কি আমার থান-কাপড় দেখে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ? পরশু কাজ-কর্ম্ম শেষ হয়ে গেল, আজ চ'লে এলাম।

গুণী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, একটা খবরও দাও নি—কি হয়েছিল কিশোরীবাবুর ?

হেম বলিল, ও বুধবারে সন্ধ্যা-বেলাতেই কলেরার লক্ষণ টের পাওয়া যায়। ওদেশে যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করা গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। পরদিন দশটার সময় মারা গেলেন।

গুণী কিছুক্ষণ পরে অলক্ষে আর্দ্রচক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু মা শুন্‌লে একেবারে মারা যাবেন। যতদিন তিনি জানতে না পারেন, ততদিনই ভাল।

হেম বলিল, কি কর্‌বে গুণীদা? তোমরা ভগবানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলে সে কথা কেবল আমিই মনে মনে টের পেয়েছিলাম। তখন আমার কথা তোমরা গ্রাহ্য কর্‌লে না—এখন কান্না, আর হায় হায়। ক্ষিদে পেয়েছে, কি খাই বল ত? কিন্তু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, আর বাঁধতে পারব না—কিছু ফলমূল খেয়েই আজকের দিন কাটাই।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, ও বেলাতেও খাওয়া হয় নি?

না। সকালে ষ্টীমার ধরতে হয়েছিল।

*　　*　　*　　*

মাসের শেষে সুলোচনা ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু রোগ-মুক্ত হইয়া আসিতে পারিলেন না। তার পর ঘরে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া সেই দিনই আবার শয্যা গ্রহণ করিলেন। এ শোক তাঁহার বুকে শেলের মত বাজিল। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অন্ত রহিল না, কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হইতে চাহিল না। একদিন তাঁহার হাত-পা ফুলিয়া উঠিল দেখিয়া গুণী অতিশয় চিন্তিত হইল। সেদিন তিনিও গুণীকে নিভৃতে পাইয়া বলিলেন, আর কি হবে বাবা চেষ্টা ক'রে? আমাকে একটু শান্তিতে যেতে দে।

গুণী চোখের জল চাপিয়া বলিল, এমন কি হ'য়েচে মা, একেবারেই তুমি নিরাশ হ'য়ে প'ড়েচ?

সুলোচনা বলিলেন, আচ্ছা, তুই ব'লে দে, আমার আশা কর্‌বার আর কি বাকি আছে?

গুণী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সুলোচনা বলিলেন, গুণী, আমি অত নির্ব্বোধ নই বাবা। আমি জেনে শুনে যে পাপ ক'রেচি, সেই পাপ আমাকে যেন ভিতর থেকে পলে পলে ভস্ম ক'রে আন্‌চে। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, একটি কথা আমাকে সত্য ক'রে বল্ গুণী? আমি বেশ জানি, একদিন তুই আমার হেমকে স্নেহ করতিস্, আর একবার চেষ্টা করলে তাকে আবার স্নেহ করতে পারিস্ নে?

গুণী মুখ নীচু করিয়া বলিল, তাকে ত চিরকালই স্নেহ করি মা। সে দিনও করেচি, আজও করি। তার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি বেঁচে থাকতে সে কোন দুঃখ পাবে না।

সুলোচনা বলিলেন, তা জানি। আচ্ছা, এই আমার শেষ আশীর্ব্বাদ তোদের উপর রইল, যদি কোন দিন আবশ্যক হয়, এ কথা তাকে বলিস্! আর একটা কথা বাবা—এখানে থাক্‌তে হেম আমাকে চিঠি লিখেছিল,—মা, যেখানে তুমি আছ, সে বাড়ীর হাওয়া লাগ্‌লে সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হ'য়ে যেতে পারে। ও বাড়ীতে থেকেও যদি তোমাদের পুণ্যসঞ্চয়

না হয় বৈকুণ্ঠেও হবে না। আয় বাবা, আমার মরণ-কালে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্, যেন পাপমুক্ত হই। আমার অপরাধ যে কত বড় গুণী, সে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

গুণী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। সে যথার্থ-ই সুলোচনাকে মায়ের মত ভালবাসিত। সুলোচনা বলিলেন, হেমকে আমি কোন কথাই ব'লে যেতে পারব না। তার মুখের দিকে তাকালেই আমার বুকের ভিতর হু হু ক'রে জ্বলতে থাকে। লোকে সৎমার গল্প করে, আমি সৎমার চেয়েও তার শত্রু।

পরদিন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইল। তাঁহার বাঁচিবার আশা সকলেই ত্যাগ করিল। তাঁহার শ্বাস কষ্টের সূত্রপাতেই তিনি হেমকে কাছে ডাকাইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

হেম, তবে বিদায় হ'লাম মা।

হেম মায়ের বুকের উপর পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে তিনি ইসারায় উঠিতে বলিয়া বলিলেন, কাঁদিস্ নে মা। সুখে দুঃখে পনের বছর তোকে বুকে ক'রে কাটিয়েছি, আজ সময় হয়েচে, তাই তোর বাপের কাছেই যাচ্ছি। আজ আমার সুখের দিন, আজ আমি কাঁদতাম না

হেম, আজ হেসে আমোদ করে যেতাম, যদি না তোকে এমন ক'রে নষ্ট করতাম। আমি লজ্জায়, দুঃখে তোর মুখের পানে যে চাইতেই পার্‌চি না মা!

হেম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কেন অমন করে তুমি বলচ মা, আমার কপালে যা ছিল তাই হয়েচে, এতে তোমার হাত কি?

সুলোচনা বাধা দিয়া বলিলেন, আমার হাত ছিল, সে হাত আমি নিজের হাতেই কেটেচি। তুই বল্‌চিস্‌, মন্দ কপাল, কিন্তু তোর কপালের মত ভাল কপাল এ রাজ্যে একটি মেয়েরও ছিল না মা, আমি যদি না মাঝে প'ড়ে সমস্ত নষ্ট করে দিতাম। আমি যে সমস্তই জানি, তাতেই ত এ দুঃখ রাখ্‌বার আর জায়গা খুঁজে পেলাম না। অজানা পাপের উপায় আছে, কিন্তু জেনেশুনে পাপ করার কোথায় মোচন পাব মা?

তাঁহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া বড়বড় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হেম আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিলে, কিছুক্ষণ পরে সুলোচনা পুনরায় বলিলেন, মায়ের উপর রাগ রাখিস নে মা! পাছে এ কথা বল্‌লে তোর অকল্যাণ হয় তাই বল্‌তে পার্‌লাম না; না হ'লে আজ মরণকালে হাত জোড় ক'রে বল্‌তাম—

হেম তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে তুমি সুখী হও—আমাকে বল, তাই করব। আমি ত কোনদিন তোমার অবাধ্য হইনি মা!

সুলোচনা অনেক কষ্টে তাঁহার অবশ হাতখানি হেমের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, সেই জন্যই ত পুড়ে মরচি হেম। আমার যা বলবার, তা আমি গুণীকে ব'লেচি, দরকার হ'লে সেই তোকে বলবে। তুই কিন্তু আজ এই কাপড়খানা তোর ছেড়ে আয়। যে কাপড় প'রে এক বছর আগে এই ঘরে এই খাটের উপরে এসে বসতিস্, যে সব গয়না প'রে আমাকে প্রথম প্রণাম করতে এসেছিলি, আমার গুণীর দেওয়া সেই কাপড়, সেই গয়না প'রে আমার সামনে আয়। এক দণ্ডের জন্যেও আমার নিজের পাপ থেকে আমায় মুক্তি দে।

হেম নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে যেন ঈষৎ হর্ষের আভাস খেলা করিয়া গেল। তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থভাবে বলিলেন, মা, চৌত্রিশ বছর বয়সে আমার যে জ্ঞান কোনদিন হয় নি, সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি এক নিমিষে হ'য়েছিল, যেদিন পশ্চিম থেকে ফিরে এসে তোকে প্রথম দেখি। লোকে বলে মাথায় বাজ পড়া, কি জানি মা, সে কি রকম, কিন্তু সেদিন আমার যে ব্যথা বেজেছিল, তার অর্দ্ধেক ব্যথাও যদি

বজ্রাঘাতে বাজে ত সে ব্যথা আমার পরম শত্রুর জন্যেও কামনা করি নে! আমার দিব্যি রইল হেম, এ বেশ আর খুলে ফেলিস্ নে। কি জানি, কোন্ পাষাণ বিধবার সাজ তৈরি ক'রে গিয়েছিল, আজ আমি অভিসম্পাত করি, তাকে যেন আমার মত আঘাত বুক পেতে সইতে হয়। না না হেম, বাধা দিস্ নে মা, কাল আমি আর বল্‌তে আস্‌ব না। আজ তোকে বলি, যেন তোর বাপের কাছে থেকে তোকে দেখে সুখী হ'তে পারি।

তাঁহার আরাম স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। হেম আঁচল দিয়া ধীরে ধীরে চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। বাহিরে জুতার শব্দ শুনিয়া হেম মাথার উপরে কাপড় তুলিয়া দিতেই গুণী সাহেব ডাক্তার লইয়া ঘরের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলোচনা দেখিতে পাইয়া অধীর ভাবে বলিয়া উঠিলেন, আবার ডাক্তার কেন গুণি? ঐখান থেকে ভিজিট দিয়ে ওকে বিদেয় করে দিয়ে তুই আমার কাছে এসে একবার বোস্।

গুণী বলিল, মা, অন্ততঃ একবার তোমার হাতটা—

না গুণী, না। আর আমাকে দগ্ধ করিস্ নে—যেতে দে ওকে।

সাহেব ডাক্তার অত বুঝিল না। সে ঘরে ঢুকিয়া নিকটে

চৌকি টানিয়া লইয়া থার্মমিটার বাহির করিতে লাগিল। সুলোচনা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ওর বুদ্ধি দেখ! ও ঐটে দিয়ে আজ আমার জ্বর দেখবে। হাঁ গুণী, নন্দাকে পাঠিয়ে দে, ভাল কবিরাজ ডেকে আনুক, কখন্ শেষ হবে আমাকে শুনিয়ে যাক। ব'লে দে ওষুধ-পত্র না আনে।

সুলোচনা গ্যাসের আলো সহ্য করিতে পারিতেন না, তাই এ ঘরে বরাবর মোমবাতি জ্বলিত। সন্ধ্যা হইলে দাসী সেজ জ্বালিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া গেল। সুলোচনা বলিলেন, আজকে রাত্রিই বোধ করি, শেষরাত্রি। তাই আজ যদি সত্যি কথা স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে পারি, আজ যদি না ল ।-সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে মুখের সঙ্গে বুকের সঙ্গে এক ক'রে দেখ্‌তে পারি, তবে ভগবান যেন আমাকে আরও শাস্তি দেন। কিন্তু তিনি নির্দ্দোষীকে যেন আর দুঃখ না দেন। আমার পাপের ফল যেন আমার ওপর দিয়েই শেষ হয়।

তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া 'উঃ' করিয়া উঠিলেন, হেম ব্যস্ত হইয়া মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, কি মা? সুলোচনা আস্তে আস্তে বলিলেন, কিছুই নয় মা। শুধু তুই কি একা হেম, আমার গুণীর যে মুখ আমি চোখে দেখেচি—পাষাণেরও বোধ করি তাতে দয়া হ'ত, কিন্তু আমার হয় নি, অথচ সে আমাদের

কি না ক'রেচে ! থাক্, ও সব কথা আর তুলব না। কোন দিন তার অবাধ্য হ'স্ নে মা, ওসব মানুষের বুকের ব্যথা স্বয়ং ভগবানের বুকে গিয়ে বাজে। তার যা ধর্ম্ম, তোর ধর্ম্মও তাই। এ আমার আদেশ নয় হেম, এ তাঁর আদেশ, যাঁর আদেশে তোরা এক দিনের দেখাতেই চিরকালের মত এক হ'য়ে গিয়েছিলি। ছি মা, লজ্জা কি ! যিনি অন্তর্যামী, যিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে ব'সে কথা কন, তাঁকে অস্বীকার ক'রো না—তাঁকে অমান্য ক'রো না। তাঁর হুকুম আমার ভিতরেও কথা ক'য়ে ছিল, কিন্তু দর্প ক'রে তা শুনি নি, অগ্রাহ্য ক'রে অপমান ক'রেছিলাম, তাই তার ফল পাচ্ছি। কিন্তু তোদের ওপরে আমার এই শেষ অনুরোধ রইল মা, আমার পাপকে চিরকাল স্বীকার ক'রে আমার দুষ্কৃতিকে যেন অক্ষয় ক'রে রাখিস্ নে।

মানদা আসিয়া বলিল, মা, কবিরাজ এসেছেন।

সুলোচনা আস্তে আস্তে বলিলেন, তাঁকে আসতে বল। হেম, তুই একবার বাইরে যা না।

৫

মায়ের মৃত্যুর পর হইতেই হেমের আচার-ব্যবহারের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কাছে থাকিয়াও যেন প্রতি-দিন নিজেকে কোন্ সুদূর অন্তরালের ভিতর দিয়া ঠেলিয়া যাইতে লাগিল। গুণেন্দ্র চিরদিনের সহিষ্ণু ও নিস্তব্ধ প্রকৃতির। এ পরিবর্ত্তন সে প্রথমেই টের পাইল। কিন্তু নিঃশব্দে সহ্য করিয়া রহিল। অকস্মাৎ ধর্ম্মের মধ্যে হেম কি রস পাইল, সেই জানে, সে নাটক, নভেল, কবিতার বই তুলিয়া রাখিয়া, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও উপনিষদের বাংলা অনুবাদের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিল। মায়ের শপথ মনে করিয়া সে থান-কাপড় পরিল না বটে এবং কানের দুটি হীরার দুল, চুড়ী এবং হারও খুলিয়া রাখিল না সত্য, কিন্তু বৈধব্যের সমস্ত কঠোরতা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সে পালন করিয়া চলিতে লাগিল। সমস্ত রকমের বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া সে একবেলা রাঁধিয়া খাইত। এইটুকু সময় এবং গৃহিণীর প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সমাধা করিতে যেটুকু সময় লাগে, সেইটুকু ছাড়া সমস্ত সময়টা সে ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতে লাগিল। যদি বা সে গুণীর

কাছে আসিয়া বসিত, কিন্তু পরক্ষণেই কোন একটা কাজের নাম করিয়া চলিয়া যাইত। সে যে তাহার সঙ্গকে ভয় করিতে সুরু করিয়াছে, এই আকস্মিক ত্রস্ত পলায়নের দ্বারা তাহা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত যে, বহুক্ষণের নিমিত্ত গুণী শূন্য দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। যত দিন কাটিতে লাগিল, তাহার আচার বিচারের ছোটখাট কাজগুলা পর্য্যন্ত সুদৃঢ় আকার ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। যেমন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ জেলের মধ্যে বেষ্টনের পরে বেষ্টন তুলিয়া তাহার বড় কয়েদীগুলির পরিসর ছোট করিয়া আনিতে থাকে, হেম যেন ঠিক তেমনি সতর্ক হইয়া তাহার হৃদয়বাসী কোন এক গভীর দুষ্কৃতকারীর চলাফেরার পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে লাগিল।

একদিন সে হঠাৎ আসিয়া বলিল, গুণীদা, মন্তর নেব? গুণী মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কি মন্ত্র, গুরুমন্ত্র?

হাঁ।

গুণী হাসিয়া বলিল, ভয় নেই ভাই, তোমাকে আত্ম-রক্ষার জন্য নিত্য নূতন কবচ আঁটিতে হবে না।

হেম বোধ করি কথা বুঝিতে পারিল না, কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, গুরুমন্ত্রের দরকার নেই?

গুণী বলিল, আছে, কিন্তু সে বয়স এখনো তোমার হয়

নি। তা ছাড়া কে তোমাদের গুরু, সে ত আমি জানি নে।

হেম বলিল, সে গুরুতে আমার কাজ নেই, আমি তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নেব।

গুণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমার কাছ থেকে দীক্ষা নেবে? আমি দীক্ষার কি জানি হেম? তা ছাড়া তোমরা হিন্দু, আমি ব্রাহ্ম।

হেম বলিল, আমি সে জানি নে। মা বলেছিলেন, তোমার যা ধর্ম্ম আমারও তাই ধর্ম্ম। আচ্ছা গুণিদা, এ কথার অর্থ কি?

এ কথার কি অর্থ গুণী তাহা জানিত। কিন্তু তাহা না বলিয়া সহজ ভাবে সে বলিল, বোধ করি, তিনি ব'লে-ছিলেন, সব ধর্ম্মই এক।

হেম বলিল, কিন্তু সব ধর্ম্ম ত এক নয়।

গুণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, এ সব আলোচনা আমি কখনো পরের সঙ্গে করি নে।

হেম বলিল, কিন্তু আমি ত তোমার পর নই!

গুণী প্রত্যুত্তরে বলিয়া উঠিল, না, তুমি আমার পরমাত্মীয়, কিন্তু তোমার সঙ্গেও আমি এ সমস্ত চর্চ্চা করব না।

পথ-নির্দ্দেশ

হেম হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি বল্‌বে না তবে আর আমি কি ক'বে শুনব ?

গুণী তাহার মুখ দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়া বলিল, তুমি কি শুনতে চাও ?

হেম বলিল, গুণীদা, যেদিন আমি জোব ক'বে তোমাব পাতে ব'সে খেযেছিলাম, তুমি সেদিন নিষেধ ক'বে ব'লে-ছিলে, কাজটা ভাল কর নি, যাব যা জাত তাই মেনে চলা উচিত, আজ বলচ সব ধর্ম্মই এক—কোন্‌টা সত্যি ?

গুণী কহিল, সেদিন আমি সাধাবণ ভাবেই ব'লেছিলাম। তবুও দুটো কথাই সত্য। জাত আব ধর্ম্ম এক জিনিস নয। একটা দেশাচাব, লোকাচাব, শুদ্ধমাত্র ইহকালেব বস্তু। কিন্তু অপবটা ইহকাল, পবকাল, দুই কালেবই বস্তু, কিন্তু তাই ব'লে ধর্ম্ম মেনে চল্‌লেই [illegible]ত মেনে চলা হয, তাও না, আবাব জাত মেনে চললেই যে ধর্ম্ম মানা হয, তাও নয। জাত না মেনে চলাব দুঃখ আছে, সবাই সে দুঃখ সইতে পাবে না, পারার প্রযোজনও সব সময়ে হয না—তাই তোমাকে আমি সেদিন ও-কথা ব'লেছিলাম। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, হেম, এ দুটো আলাদা, অথচ মিশে আছে। মিশে আছে ব'লেই দেশভেদেব সঙ্গে ধর্ম্মেবও নানা ভেদ হ'যে গেছে। ধর্ম্মের যেটা গোড়াব কথা, সেটা পবকালের কথা,

মরণই শেষ নয়, এই কথা! এই বনিয়াদের ওপর তুমি হিন্দু, তুমিও দাঁড়িয়ে আছ, আমি ব্রাহ্ম, আমিও দাঁড়িয়ে আছি। ঈশ্বরকেও সকল ধর্ম্মে হয় ত মানে না, কিন্তু মরণ হ'লেই যে নিষ্কৃতি পাবার যো নেই, এ কথাটা নিগ্রোদের দেশ থেকে ল্যাপল্যাণ্ডের দেশ পর্য্যন্ত সকল দেশের ধর্ম্মই স্বীকার করে। মৃত্যুর পরের ভাবনা তাই, তুমিও ভাব, আমিও ভাবি। হ'তে পারে, আলাদা রকম ক'রে ভাবি, কিন্তু ভাবনার আসল বস্তুটা যে এক, এই কথাই মা হয় ত মরণকালে তোমাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন।

হেম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, শুধু ভাবলেই ত হয় না, তার উপায় করাও চাই।

গুণী বলিল, চাই বই কি ভাই। এই উপায় বার করা নিয়েই এত দ্বন্দ্ব, এত গণ্ডগোল। তোমার উপায়টা আমি পছন্দ করি নে, আমারটা তুমি পছন্দ কর না। এটা অনু-মানের জিনিস, প্রমাণের জিনিস নয় ব'লেই তর্ক শেষ হয় না, ঝগড়াও থামে না। কিন্তু তোমার বাঁধবার সময় হ'ল যে হেম?

হেম নিঃশব্দে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। গুণী শূন্য-দৃষ্টিতে শূন্যের দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল।—গুণিদা?

গুণী চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি হেম?

হেম বলিল, আচ্ছা, আমি যে পথে চল্‌চি, সে কি ঠিক পথ ?

কি ক'রে বলব ভাই ? সে কথা তুমি জান। যদি আনন্দ পাও, শান্তি পাও, নিশ্চয়ই তা হ'ল ঠিক পথ।

কিন্তু আমি ত কিছুই পাই নে।

তাহার ব্যথিত কণ্ঠস্বরে গুণীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। সে বহুক্লেশে তাহা রোধ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে কর কেন ?

হেম বলিল, কি জানি গুণীদা, কিসে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যায়, যেন জোর ক'রে করায়, আমি থামতে পারি নে।

গুণী কি বলিবে, হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না, তারপর বলিল, হয় ত নূতন ব'লেই প্রথমে সুখ পাচ্ছ না, শেষে নিশ্চয় পাবে।

হেম উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পাব ?

নিশ্চয় পাবে। ধর্ম্মে যদি সুখ-শান্তি না পাও, তবে আর কিসে পাবে ? আমি আশীর্ব্বাদ করি, একদিন নিশ্চয় তুমি সুখী হবে।

দুইদিন পরে জ্যোৎস্নার আলোয় খোলা ছাদের উপর পাটি পাতিয়া গুণী চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। হেম আসিয়া

পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল,—তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেব গুণীদা ?

দাও, বলিয়া গুণী চোখ বুজিয়া রহিল। চন্দ্রালোকে দীপ্ত হেমের মুখের দিকে সে চাহিতে সাহস করিল না। হেম নিঃশব্দে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে হঠাৎ বলিল, গুণিদা, বিধবার বিয়ে হওয়া ভাল ?

গুণী চোখ বুজিয়াই বলিল, তুমি কি বল ?

হেম বলিল, আমি বল্‌তে আসি নি শুন্‌তে এসেছি।

গুণী বলিল, পায়ে হাত বুলোনটা বুঝি তার ভূমিকা ?

হেম সহজ ভাবে বলিল, না, তা নয়। তোমার পায়ের কাছে বসলে আমার হাত দেবার লোভ হয়।

গুণী চুপ করিয়া রহিল। নিজের জিভকে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। হেম বলিল, কৈ বল্‌লে না ?

গুণী তথাপি চুপ করিয়া রহিল। হেম পায়ের তলায় একটি ক্ষুদ্র চিম্‌টি কাটিয়া বলিল, বল শীগ্‌গির।

গুণী বলিল, বল্‌ব ; কিন্তু আগে আমার কথার জবাব দাও।

কি ?

তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাসতে কি ?

একটুও না। সে কথা আমার কোনদিন মনেও হয় নি। সেখানকার একটি পয়সার জিনিস সঙ্গে আনি নি, তাদের দেওয়া একখানি কাপড় পর্য্যন্ত প'রে আসি নি। পেটে যা খেয়েছি, তার চতুর্গুণ দিয়ে এসেছি—এমনি তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

গুণী বলিল, কিন্তু যাঁরা সতী-লক্ষ্মী তাঁরা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে। বিধবা হ'লে কিন্তু তার মুখ মনে ক'রে আর বিয়ে করে না। তোমার মার মত তারা মরণ-কালে 'স্বামীর কাছে যাচ্ছি' মনে করেন।

হেম বলিল, আমাকে তোমরা জোর ক'রে ধ'রে বেঁধে বিয়ে দিয়েছিলে। আমি সতী-লক্ষ্মী তাই মরণ-কালে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি, এই কথাই মনে করব। আচ্ছা গুণীদা, মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব ?

তাহার কথার মধ্যে জড়তা নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জার লেশমাত্র নাই, এ যেন কাহার কথা কে বলিয়া যাইতেছে। তখনকার হেমের সহিত আজিকার হেমের যেন সংস্রব নাই। গুণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হেম বলিল, বল তোমার কাছে যেতে পারব কি না ?

গুণী বলিল, না।

না—কেন?

গুণী কহিল, আমার কর্ম্মের ফল আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে আমি জানি না, তোমার কর্ম্মফল তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে তুমিও জান না। আমার কর্ম্ম-দোষে হয় ত পশু হয়ে জন্মাব, তুমি হয় ত আবার বামুনের মেয়ে হ'য়ে জন্মাবে, তখন আমাকে কি ক'রে পাবে ভাই? কর্ম্মফল যদি সত্য হয়, স্বামী-স্ত্রীর চির-সম্বন্ধ কোন মতেই সত্য হ'তে পারে না। আমাদের এই কাল্পনিক সম্বন্ধ ত অতি তুচ্ছ। কত ভেদ, কত পার্থক্য, কত উঁচু-নিচু চোখের উপরেই দেখ্‌তে পাচ্ছ, এগুলো হয় ত কর্ম্মের ফল। একে কোন ভালবাসার টানই নিবারণ করে দিতে পারে না। এ সংসারে কত পাষণ্ড স্বামীর সতী-সাধ্বী স্ত্রী থাকে, স্বামীটা হয় ত ম'রে গরু হয়ে জন্মায়—এ তোমাদেরই শাস্ত্রের কথা—তুমি কি এই কামনা কর হেম, সতী-সাধ্বী স্ত্রী, তার সারা-জীবনের সুকর্ম্মের অন্তে এই গরুর সঙ্গে গোয়ালে গিয়ে বাস করবে? সে হয় না। তা হ'লে ভাল কাজ, মন্দ কাজের অর্থ থাকে না। স্ত্রী নিজের কর্ম্মে স্বর্গে যায়, স্বামী হয় ত জন্ম জন্ম নরক ভোগ করে—হাজার কামনা করলেও আর এক হবার উপায় থাকে?

পথ-নির্দ্দেশ

হেম বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে কি সত্যই আর মেলবার পথ থাকে না?

গুণী বলিল, না। তার আবশ্যকও থাকে না। তার চেয়ে হেম, যে মেলা সব চেয়ে বড় মেলা, যার কাছে যেতে পারলে আর কারো কাছে যেতে হবে না, অথচ সমস্ত রকমের মিলনের ইচ্ছাই আপনা-আপনি পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তুমি সেই মিলনের কামনা কর। তোমার পথ থেকে তোমাকে কেউ যেন টেনে নিয়ে না যায়, আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, আমাদের দেওয়া সমস্ত দুঃখ একদিন যেন তোমার সার্থক হয়।

চাঁদের আলোয় হেম দেখিতে পাইল, গুণীর চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সে পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। সে উঠিয়া গেল, এমন অনেক দিনই এমনি করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ কেমন করিয়া গুণীর সমস্ত সংযম, সমস্ত ধৈর্য্যের বাঁধ সে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ তাহার ধিক্কারের সহিত কেবল মনে হইতে লাগিল, যেন চিরদিনের সুযোগ অকস্মাৎ চোখের সামনে দিয়া বহিয়া গেল, হাত বাড়াইয়া ধরা হইল না। হেম তাহাকে কত ভালবাসে, এ কথা সে নিঃসংশয়ে

জানিত। আজ তাহার মুখ হইতে স্পষ্ট করিয়া শুনিয়াও, সে কোনমতেই নিজের কথাটা বলিতে পারিল না। সুলোচনার মৃত্যু হইতে বলি বলি করিয়াছে, বলিতে পারে নাই। কেবলি মনে হইয়াছে, এ যেন কোন বিষধর সর্প ঘুমাইয়া আছে, হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিলেই বুঝি ফণা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে। তাই বরাবর সেই ভয় তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে, আজিকার এমন বারেও সেই ভয় তাহাকে হাত বাড়াইতে দিল না।

প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া হেম প্রণাম করিতে আসিত, পরদিন আসিবামাত্রই গুণী সমস্ত সঙ্কোচ প্রাণপণে অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন করিল, হেম, কাল তুমি বিধবা-বিবাহের কথা জিজ্ঞেসা ক'রেছিলে কেন?

হেম বলিল, একটা খবরের কাগজে পড়ছিলাম, তাই।

গুণী বলিল, তুমি কি ওটা ভাল মনে কর?

হেম সংক্ষেপে বলিল, ছিঃ! ও কি আবার একটা বিয়ে।

গুণী প্রশ্ন করিল, কেন নয়। এক হিন্দু ছাড়া পৃথিবীর সব জাতের মধ্যেই ত বিধবা-বিবাহ আছে।

থাক গে, বলিয়া হেম বাহির হইয়া যাইতেছিল, গুণী ডাকিয়া বলিল, আর একটা কথা আছে হেম।

হেম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি?

তোমার বয়স কত ?

ষোল।

এই বয়স থেকে চিরকাল সন্ন্যাসিনী হ'য়ে থাক্‌বে ?

হেম মৃদু হাসিয়া বলিল, আর কি করব ? যেমন কপাল ! যেমন তোমার বুদ্ধি !

গুণী ক্ষণকাল মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আর কি কোন পথ নেই, কোন উপায় নেই ?

কিছু না গুণীদা, কিছু না, বলিয়া হেম বাহির হইয়া গেল।

দিন দিন পরিপূর্ণ যৌবন যেমন হেমের সর্ব্ব দেহে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মও যেন সে সমস্ত ছাপাইয়া চলিতে লাগিল। গুণী সমস্তই দেখিতে পাইল, কিন্তু সাহস করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। হেমের মধ্যে এমন একটা যন্ত্র ছিল, যাহাতে সকলেই তাহাকে মনে মনে ভয় করিয়া চলিত। তাহার মাও তাহাকে ভয় করিতেন, গুণীও ভয় করিত। উহার কয়েক দিন পরে একদিন গুণী আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় হেম আসিয়া আলমারি খুলিয়া চেক বই বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিল, ফির্‌বার সময় ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচশ টাকা সঙ্গে করে এনো।

আচ্ছা, বলিয়া গুণী বইখানা পকেটে রাখিয়া দিল।

হেম কহিল, বোস, সংসার খরচের টাকা কমে গেছে, আর ত্রিশ অমনি ঐ-সঙ্গে এনো।

গুণী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ পাঁচশ টাকা তবে কিসের জন্যে? হেম বলিল, ও টাকা? আমি কাল কাশী যাব যে!

গুণী চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, কাল কাশী যাবে? এ বিষয়ে কারো মত নেওয়ার আবশ্যক মনে কর না?

হেম অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তোমার হুকুম নিয়ে তবে যাব।

গুণী বলিল, ঠিক ক'রেচ কাল যাবে, আবার কবে হুকুম নেবে শুনি? সঙ্গে কে যাবে?

হেম বলিল, মানদা, নন্দা আর দরওয়ান যাবে। আজ রাত্তিরে তোমাকে বলব মনে ক'রেছিলাম। গুণীদা, যাব কাল?

আচ্ছা যেযো, বলিয়া গুণী আদালতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে হেম নোট টাকা চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া গুণীর কাছে আসিয়া বলিল, কাল যাওয়া হল না।

কেন ?

আজ দুপুর-বেলা বামুনঠাকুরের ঘর থেকে টেলিগ্রাফ এসেছিল, তার মায়ের ব্যামো। আমি তিনমাসের মাইনে দিয়ে তাকে ছুটি দিয়েচি, সে চ'লে গেছে।

রাঁধবে কে ?

যতদিন লোক না পাওয়া যায়, ততদিন আমিই রাঁধব। গুণীদা, তুমি একটি বিয়ে কর।

কেন ?

কেন আবার কি ? বিয়ে করবে না- সংসার চালাবে কে ? তোমাকে দেখবে শুনবে কে ?

তুমি।

হেম হাসিয়া বলিল, আমি বুঝি চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে ক'রে থাকব ? আমাকে কাজ করতে হবে না ?

আমাকে দেখা-শোনা বুঝি কাজ নয় ?

হেম হাসি মুখে বলিল, তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি পারি নে। না, না, সে হবে না। তোমাদের বেশ বড় মেয়ে পাওয়া যায়। দেখে শুনে একটি বিয়ে কর, আমি তার হাতে সংসার দিয়ে কাশী যাই।

গুণী বলিল, আচ্ছা, তুমিও একটি বিয়ে কর, আমিও করি।

এইমাত্র হেম হাসিতেছিল, এক মুহূর্ত্তে তাহার হাসি যেন উড়িয়া গেল। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, ছিঃ, ও কি তামাসা গুণিদা? কোন দিন ওকথা মুখেও এনো না। গুণী আর কথা কহিতে পারিল না, মুখপানে চাহিয়া রহিল। হেম উঠিয়া গেল।

৬

মাস-দুই কাশী থাকিয়া, গুণীর অসুখের সংবাদ পাইয়া হেম বাড়ী আসিল। সে আসিয়া না পড়িলে অসুখ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। আসিয়া শুশ্রূষা করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল।

বাহিরে মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। গুণী শয্যার উপর বসিয়া সার্শির ভিতর দিয়া তাহাই দেখিতেছিল। আর ভাবিতেছিল, হেমের কথা। একটা পরিবর্ত্তন তাহার চোখে পড়িয়াছিল। হেম পূর্ব্বে প্রত্যহ নিয়মিত প্রণাম করিয়া যাইত, এবারে সেটা আর দেখা গেল না। মানদাকে দিয়া হেমকে সে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল, মানদা আসিয়া বলিল, দিদিঠাকৃরুণ জপ কচ্চেন।

ঘণ্টা-দুই পরে হেম ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমাকে ডাকছিলে?

গুণী বলিল, হাঁ, একটু বসো। হেম কহিল, কিন্তু এখনো যে আমার জপ সারা হয় নি!

দুঘণ্টাতেও জপ সারা হয় নি।

দুঘণ্টাতেই কি হবে? গুরু বলেচেন অন্ততঃ দুহাজার জপ করা চাই।

গুরু বলেচেন? গুরু কে?

হেম বলিল, আমি যে এবারে কাশীতে মন্ত্র নিয়েছি। আমার গুরু, কাশীবাসী সন্ন্যাসী। আহা, তাঁকে দেখলে আর সংসারে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। আবার কত দিনে তাঁর চরণ দর্শন পাব তাই ভাবি। মনে কর্‌চি, কাল-পরশুর মধ্যেই ফির্‌ব।

গুণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাল-পরশুর মধ্যে কি ক'রে ফিরবে? আমি ত এখনো বেশ সারি নি হেম, আমাকে দেখবে কে? হেম একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ও কিছু নয়—ওটুকু দুদিনেই সেরে যাবে।

গুণী বলিল, অন্ততঃ, সে দুটো দিন ত তোমাকে থাকতে হবে?

আচ্ছা, না হয় থাক্‌ব। বলিয়া হেম চলিয়া যাইতেছিল, গুণী ডাকিয়া বলিল, শোন, কাল-পরশুই যেয়ো, কিন্তু আবার কত দিনে ফির্‌বে?

এখন বোধ হয় শীঘ্র ফির্‌তে পার্‌ব না। আমাকে তুমি মাসে একশ টাকা ক'রে পাঠিয়ো, তাতেই চ'লে যাবে, তার কমে হবে না।

গুণী বলিল, টাকার কথা ত হ'চ্ছে না হেম। তোমার একশ টাকার জায়গায় দুশ টাকা লাগলেও আমি পাঠাব। কিন্তু সত্যই কি তুমি আর ফিরবে না?

কি করতে আর ফির্‌ব?

যদি আমার মৃত্যু-সংবাদ পাও, তা হ'লে ফির্‌বে?

হেম ব্যথিত হইয়া বলিল, ও কি কথা গুণীদা?

গুণী বলিল, বলা যায় না ভাই, তাই সময় থাক্‌তে ব'লে রাখা ভাল। আমার উইলের মধ্যে তোমাকে টাকা দেবার ব্যবস্থা থাক্‌বে। আর থাক্‌বে এই বাড়ীটা। যদি এদেশে এস, এই বাড়ীতে এই ঘরে শুয়ো, এই আমার অনুরোধ। হেম কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া বলিল, আমি বল্‌চি গুণীদা, তোমার কোন ভয় নেই। এখন শরীরটা দুর্ব্বল ব'লেই ওসব মনে হচ্চে।

বোধ হয়, তাই হবে, বলিয়া গুণী বাহিরের বৃষ্টির দিকে চাহিয়া রহিল। হেম বিষণ্ণমুখে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরে দ্বারের বাহির হইতে ঘরের মধ্যে অন্ধকার দেখিয়া হেম রাগিয়া উঠিয়া ডাকিল, নন্দা! বাবুর ঘরে আলো জ্বেলে দিস্ নি?

গুণী ভিতর হইতে কহিল, আমি মানা ক'রেছিলাম।

পথ-নির্দ্দেশ

নন্দা ছুটিয়া আসিলে হেম তাহাকে একটা সেজ জ্বালিয়া আনিতে বলিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঠাহর করিয়া গুণীর পায়ের কাছে খাটের উপর গিয়া বসিল। নন্দা ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল, হেম গুণীর পায়ের উপর হাত রাখিতেই সে পা সরাইয়া লইল। হেম ব্যথা পাইয়া বলিল, তুমি কি আর আমাকে পায়ে হাত দিতে দেবে না?

গুণী বলিল, কাজ কি ভাই, তোমার গুরুর হয় ত নিষেধ থাক্‌তে পারে।

হেম বুঝিল যে, সে আসিয়া অবধি পায়ের ধূলা লয় নাই, গুণী তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু উত্তর দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, গুণিদা, আমার উপর রাগ করেছ?

আমি কি কোন দিন তোমার ওপর রাগ করেছি হেম?

হেম তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, কোন দিন না— কিন্তু আজ ওসব কথা বল্‌ছিলে কেন?

কি কথা ভাই!

উইল করার কথা, আরো কত কি কথা, আমি বল্‌চি গুণিদা, তুমি ভাল হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভয় ক'রো না।

গুণী একটুখানি হাসিয়া বলিল, ভাল না হওয়ায় আমার কি খুব ভয় ব'লে তোমার মনে হয়?

হেম কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, তোমার পাযে পডি, তুমি ওসব কথা ব'লো না ? তুমি ভাল না হ'লে আমি বাঁচব কি ক'বে ?

তুমি চ'লে গেলেই বা আমি বাঁচব কি ক'বে ? তাই, যদি ধ'বে বাখি, যদি যেতে না দি। হেম ক্ষণকাল নীবব থাকিযা বলিল, আমাকে ধ'বে বেখে তোমাব লাভ কি ?

লাভ ! গুণী আব কথা বলিতে পাবিল না, নিস্তব্ধ হইযা বহিল। বাহিবেব বড বড বৃষ্টিব ফোঁটা পট্ পট্ শব্দে সার্শিব গাযে আঘাত কবিতে লাগিল। এক একবাব দমকা হাওযা খোলা দবজাব ভিতব দিযা আসিযা সেজেব বাতিব আলো নিবাইবাব উপক্রম কবিতে লাগিল। নিচে চাকবদেব অস্পষ্ট কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। তবুও তুইজনে চুপ করিযা বসিযা বহিল। গুণী শিশুকাল হইতে অত্যন্ত অভিমানী, অত্যন্ত সংযমী। তাহাব ধৈর্য্যেব বাঁধ সুদৃঢ কবিযাই গডিযা তুলিযাছিল, কিন্তু সুলোচনাব আশীর্ব্বচন সেই বাঁধেব ভিত্তি-মূলে সেই দিন হইতে মূষিকেব মত নিবন্তব বিবব খুঁডিযা নদীব জল ভিতবে প্রবেশ কবাইযা বহুদূবব্যাপী ভাঙন সৃষ্টি করিতেছিল , কবে কখন যে সমস্তটা ধ্বসিযা যাইবে তাহাব স্থিবতা ছিল না। উন্মত্ত বাহ্য প্রকৃতিব দিকে চাহিযা একবাব সে গোডা হইতে শেষ পর্য্যন্ত কথাগুলা আলোচনা কবিযা

দেখিতে চাহিল, কিন্তু তাহার রুগ্ন দেহ, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কোন কথাই যেন পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে দিল না।

হেম হঠাৎ বলিল, গুণিদা, চুপ ক'রে রইলে যে, কি ভাবছ?

কিছু না, কিছু না, আমার কথা তোমাকে বলবার নয়—তুমি বুঝবে না। কিন্তু যদি কোন দিন তোমার মতি ফেরে, আর তখন যদি আমি বেঁচে থাকি—এস।

হেম একটুখানি সরিয়া বসিয়া বলিল, আমি সমস্ত বুঝেছি। হা অদৃষ্ট! যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক! শেষকালে তুমিই আমাকে দুর্গতির পথে টেনে আনতে চাও।

গুণী এতক্ষণ একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়া ছিল, তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল, ছিঃ হেম, বুঝে কথা কও! ও কি বলচ?

হেম তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বুঝেই বল্‌চি। তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যা বল্‌চ, আমি স্পষ্ট ক'রে তোমার মুখের সামনেই তা বল্‌চি। তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও। বিধবার আবার বিয়ে কি গুণিদা? আমি এত শিশু নই যে, ধর্ম্মের ভাণ করলেই অধর্ম্মের পথে পা বাড়িয়ে দেব। আমি তোমার টাকা চাই নে, কিছু চাই নে, আমার শ্বশুর-বাড়ীতে ফিরে গিয়ে উঠোন ঝাঁট দিয়ে খাই, সে ভাল, কিন্তু

ঐশ্বর্য্যে আমার কাজ নেই। এ কুমতি আমার যেন না হয়! সেদিন বুদ্ধি তোমার ছিল কোথায়? সেদিন এম্‌নি ক'রে বল্‌তে পার নি?

গুণী স্থির হইয়া বসিয়া বলিল, হেম, দোষ হ'য়েছে, আমাকে মাপ কর। আমি পীড়িত—সে কথাটা একবার ভাব।

ভেবেচি। মাপ তোমাকে আজ না হয় দুদিন পরে করবই, কিন্তু তোমার সংস্রব রাখ্‌ব না। কাল আমি সেই-খানেই ফিরে যাব, যেখান থেকে দর্প ক'রে চলে এসেছিলাম। যেমন ক'রে পারি, সেইখানেই প'ড়ে থাকব। মনে কর্‌ব, সেই আমার কাশী, সেই আমার বৈকুণ্ঠ। তুমিও আমাকে মাপ কর গুণিদা, আমি চল্‌লাম।

হেম চলিয়া গেল, গুণী উঁচু হইয়া রহিল—বজ্রাহত তাল বৃক্ষ যেমন করিয়া থাকে, তেমনি করিয়া। সমস্ত অভ্যন্তরে দগ্ধ বক্ষ লইয়া কবন্ধের মত যে খাড়া হইয়া থাকে, সেই ভাবে। তাহার শুইয়া পড়িবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যেন আর নাই।

৭

আবার দুর্গাপূজা ফিরিয়া আসিয়াছে। অতি প্রত্যূষে জানালা খুলিয়া দিয়া হেম পূর্ব্বদিকের অরুণ-রক্তচ্ছটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এ পাড়ার কোথাকার রসুনচৌকির সানাইয়ের বিভাস শরতের সমস্ত করুণার সহিত মিলিয়া তাহার সর্ব্ব-দেহে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল। অজ্ঞাতসারে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কতদিন হইয়া গিয়াছে, সে গুণীর কোন সংবাদ পায় নাই—সে মনে মনে ভাবিল, কে জানে গুণিদা আমার কোথায়, কেমন আছে! চলিয়া আসিবার সময় গুণী কাঁদিয়া বলিয়াছিল, হেম, আর দুটো দিন থাক—রাগ ক'রে যেয়ো না। অভিমানীর চোখের জলের হেম সেদিন কোন মূল্য দেয় নাই। সেদিন পীড়িত রুগ্ন দেহ সত্ত্বেও গুণী পথের ধার পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, হেম, তোমার মন কখনই স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, যে কারণে হোক্ বিকৃত হয়ে উঠেছে—তাই অনুরোধ করছি ফিরে এসে আর একটা দিনও থাক। হেম শোনে নাই, গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল। গুণী জানালার ধারে আসিয়া শেষ মিনতি জানাইয়া বলিয়াছিল, হেম, হয় ত

এই কাজটা তোমার চিরকাল শেলের মত বিঁধে থাকবে—আমার জন্যে বলছি নে ভাই, তোমার নিজের জন্যেই বলছি, আজকের মত গাড়ী থেকে নেমে এস। তাহার উত্তরে হেম কোচম্যান্‌কে গাড়ী হাঁকাইয়া দিতে বলিয়াছিল।—হেম ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথার সমস্ত চুল ভিজাইয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল। এ দুঃখের একটা কারণও ঘটিয়াছিল। তীর্থে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া সে কাল দাসীকে দিয়া বাটীর সরকারের নিকট পঞ্চাশটি টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। সরকার ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিল, ছোটবাবুর হুকুম ব্যতীত দিতে পারিবে না। হেম, দেবরের সহিত কথা কহিত না, আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, আমি চেয়ে পাঠালে কি পঞ্চাশটা টাকা সরকার দিতে পারে না?

দেবর উত্তর করিয়াছিল, না, আপনি শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী—টাকা পেতে পারেন না।

হেম বলিয়াছিল, কি পেতে পারি সে আমি জানি ঠাকুরপো! তোমার সঙ্গে টাকার জন্যে বিবাদ করতে, মামলা-মোকদ্দমা করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু আমাকে অত নিরুপায় তুমি মনে ক'রো না। এনে দিতে ইচ্ছে হয়, দাও, না হ'লে বলচি তোমাকে, টাকার যদি কোন

জোরে থাকে, শত্রুতা ক'রে আমি তোমার বাড়ীর এক একটা ইট তুলে নিয়ে ঐ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌বো।

তাহার কিছুক্ষণ পরেই টাকা আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু হেম গ্রহণ করিল না, রাগ করিয়া উঠানের মাঝখানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘরে দোর দিয়া শুইল, সমস্ত দিন খাইল না, উঠিল না, মনে মনে কাহাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, তখন ঘুম ভাঙিয়া স্নান সারিয়া আসিয়া হেম আহ্নিক করিতে বসিতেছিল, দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, বৌমা, তোমার ভায়ের বাড়ী থেকে চার-পাঁচ জন তত্ত্ব নিয়ে এসেচে। বলিতে বলিতে মানদা আসিয়া প্রণাম করিল। হেম একবার মাত্র তাহার মুখপানে চাহিয়া সব ভুলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ছেলে-মানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল। কাল হইতেই তাহার চোখের জল শুকায় নাই, আজ অকস্মাৎ মানদাকে পাইয়া তাহার প্রায় একবৎসরের রুদ্ধ-অশ্রু বন্যার মত সব ভাসাইয়া দিল। মানদাকে নিজের ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, গুণিদা কি চিঠি লিখে দিয়েচে, আমাকে দে! মানদা কহিল, তিনি ত চিঠি দেন নি! হেম যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, দেন নি? মানদা বলিল, না দিদিমণি! তিনি কি উঠ্‌তে পারেন যে চিঠি লিখ্‌বেন?

হেম পাংশু হইয়া বলিল, পারেন না, কি হ'যেচে তাঁর ?

তুমি কি কিচ্ছু জান না ?

না, বল্।

মানদা বলিল, আর কি বল্‌ব ? বলিয়াই কাঁদিতে লাগিল। হেম রুক্ষভাবে বলিল, কাঁদিস্ পরে—এখন বল্। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বল্‌বার কিছু নেই দিদি। তুমি চলে আসবার পরের দিনই আবার জ্বরে পড়েন, ভাল হন, আবার জ্বরে পড়েন, আবার ভাল হন, আবার জ্বরে পড়েন—ফিরে গিয়ে যে দেখতে পাব, এমন ভরসাও করি নে। হেম বলিল, তারপরে বল্।

মানদা বলিল, তার পরে কোথায় বর্দ্ধমান না কোথা থেকে খবর পেয়ে, কোথাকার মাসি আসে, তার পর মেসো আসে, তার পরে মাসতুত ভাই, বৌ, বোন, ভগিনীপতি, এখন আর কেউ বাকী নেই। বাড়ীতে আর জায়গা নেই।

আমি সব বিদেয় কর্‌ব—তারপর ?

খাচ্চে, দাচ্চে, ব'সে আছে। বাবু ওপরে প'ড়ে আছেন, না ডাক্তার, না বদ্দি, না অষুধ, না পথ্যি! শুনি হাওয়া বদ্‌লালে ভাল হয়, তা নিয়ে যায় কে ?

হেম বলিল, তোরা কি কচ্চিস্ ? নন্দা নিয়ে যায় নি কেন ?

পথ-নির্দ্দেশ

মানদা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, সেই বাবুর অনেক দিনের চাকর, তাকে মেসোবাবুর ছেলে অভয় মেরে তাড়িয়ে দিয়েচে—ছোঁড়া আবার মদ খায়—এক একদিন বাড়িতে এসে এমন হাঙ্গামা করে যে, ভয়ে কেউ বেরুতে পারে না—তাকে আমাদের বাবু পর্য্যন্ত ভয় করেন।

হেম ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, মান্তু, একটা কথা সত্যি বল দিদি, আমার গুণিদা কি তাহ'লে বাঁচবে না?

মানদা বলিল, কেন বাঁচবেন না দিদি, দেখালে শোনালে চেষ্টা করলে নিশ্চয় ভাল হবেন—কিন্তু অমন ক'রে ফেলে রাখ্‌লে আর ক'দিন?

হেম মিনিট-খানেক চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মানদা, তোদের ফিরে যাবার টাকা আছে?

আছে বৈকি দিদি! জানই ত, বাবু এক টাকা দরকার থাকলে সঙ্গে দশ টাকা দিয়ে পাঠান—আমাদের ভাড়া আমার কাছেই আছে। বলিয়া সে আঁচলে বাঁধা নোট দেখাইল।

হেম জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবি? কাল?

মানদা বলিল, হাঁ দিদি, কালই যেতে হবে—আমি যে

একটা লোক আছি, না হ'লে সবাই নতুন—কেউ টিঁকতে পাবে না। যেমন মাসি, তেমনি মেসো, তেমনি ছেলে, তেমনি ঝি-বৌ—বিধাতা-পুরুষ যেন ফবমাস দিয়ে এঁদেব এক ছাঁচে ঢেলেছিলেন। আমাব নাকি বড শক্ত প্রাণ, তাই এখনও টিঁকে আছি—অভয ছোঁড়া আমাকেই একদিন তেড়ে মাব্‌তে এসেছিল—বাবুকে বলে, ও মলেই বাঁচা যায।

হেমেব চোখেব মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল, বলিল, আজ ষ্টিমাব কখন ফিবে যাবে জানিস্?

মানদা বলিল, আব ঘণ্টা-খানেক পবেই ফিব্‌বে, আমি ঘাট থেকে জেনে এসেছি।

তবে এতেই যাব। তুই গাড়ী ডেকে আন্ গে।

তুমি যাবে দিদি? আজ ত সুদিন নয।

বেশ দিন। দেবি কবিস্ নে—গাড়ী ডেকে আন্!

সেইদিন অপবাহ্ণ-বেলায ছেলেকে খাবাব দিযা মা কাছে বসিযা আব দুইখানা লুচি খাইবাব জন্য পীডাপীডি কবিতেছিলেন। তাহাব পাশ দিযাই তেতলায উঠিবাব সিঁডি। অপবিচিতা হেমকে দেখিযা বিস্মিত হইযা মাসি প্রশ্ন কবিলেন, তুমি কে গা বাছা?

আমি বিদেশী, বলিযা হেম উপবে উঠিযা গেল। অভয তাহাব রূপেব দিকে নেকড়ে বাঘেব মত চাহিযা রহিল।

পথ-নির্দ্দেশ

হেম গুণীর ঘরে গিয়া দেখিল সে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া আছে। জাগিয়া আছে কি ঘুমাইতেছে, বোঝা গেল না। শিয়রের কাছে চাবির গোছাটা পড়িয়াছিল, হেম সেটাকে সর্ব্বাগ্রে নিজের আঁচলে বাঁধিয়া ফেলিল। একটা টেবিলের উপর গোটা-দুই খালি ঔষধের শিশি ছিল, তুলিয়া লইয়া দেখিল, লেবেলের গায়ে পনের দিন পূর্ব্বের তারিখ দেওয়া আছে। সমস্ত ব্যাপারটা সে স্পষ্ট বুঝিল। তারপর লোহার সিন্দুক খুলিয়া চেক বই বাহির করিয়া যখন ব্যবহৃত অংশগুলি পরীক্ষা করিয়া গুণীর দস্তখত মিলাইয়া দেখিতেছিল, এমন সময় মাসি ঘরে ঢুকিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। চেঁচাইয়া বলিলেন, কে গা তুমি, সিন্দুক খুলেচ ?

হেম কহিল, চেঁচাও কেন উনি উঠে পড়বেন যে।

মাসি আরও চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, চেঁচাই কেন ?

গুণী জাগিয়া ছিল, পাশ ফিরিল। হেম বলিল, আমি খুলব না ত কে খুলবে ? তুমি ? গুণী চাহিয়া দেখিতেছিল, দুইজনের কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই, মাসি ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। গুণী আস্তে আস্তে কহিল, হেম, কখন এলে ভাই ?

এই আসচি। ওঁকে বুঝিয়ে দাও—তোমার জিনিস

খুললে বাইরের লোকের ঘরে ঢুকে চেঁচামেচি করতে নেই। এই সমস্তই আমার, এই কথাটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে ওঁকে যেতে বল।

গুণী সমস্ত বুঝিল। তারপর হাসিয়া বলিল, সে সম্পর্কে এত দিন পরে বুঝি সিন্দুক খুল্‌তে এসেচ? হেম চেকের পাতা গুণিতে গুণিতে বলিল, হুঁ। মাসি বলিলেন, ও কে গুণি?

আমার বোন। উত্তর শুনিয়া হেম শিহরিয়া উঠিল। তাহার পর চোখ তুলিয়া একটি বার মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

মাসি বলিলেন, কৈ, এতদিন ত এ-সব কথা শুনি নি? কি রকম বোন হয়? গুণী সে কথার উত্তর এড়াইয়া সংক্ষেপে কহিল, ঝগড়া ক'রে চলে গিয়েছিল—ওরই সর্ব্বস্ব মাসি।

মাসি বিশ্বাস করিলেন না, বুঝিতেও পারিলেন না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, গুণী হেমের দিকে ভাল করিয়া না চাহিয়াই বলিল, মরণকালে হঠাৎ এ খেয়াল কেন? কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার মুখ দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিল। হেমের মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে—সে যেন অকস্মাৎ কোন ক্রুদ্ধ তপস্বীর অভিসম্পাতে এক নিমেষে পাষাণ হইয়া গিয়াছে! গুণী সভয়ে ডাকিল, হেম! হেম সাড়া দিল না! নড়িলও না—

নির্নিমেষ-নেত্রে মেঝের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। গুণী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ডাকিল, হেম, কথা শোন।

হেম তদুত্তরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিল। গুণী শয্যার উপর কোন মতে উঠিয়া বসিল, তাহার পর খাট হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে অতি ক্লেশে হেমের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে একেবারে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বিনা অপরাধে আমাকে সবাই শাস্তি দেয়—তুমিও দেবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। গুণী নির্ব্বাক হইয়া রহিল। শ্রাবণের আকাশভরা মেঘের মত বিপর্য্যস্ত কালো চুলে তাহার দুই পা ঢাকিয়া গিয়াছে—তাহার প্রতি চাহিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া হেমের মাথার উপর ডান হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, তোমাকে শাস্তি দেব কি হেম, আমাকে ভালবেসেছিলে বলে আমি আমাকেও শাস্তি দিই নি। শাস্তি নয় বোন, চার বৎসরের বড় দুঃখের পর মরণের আগে যে শান্তি পেয়েছি, শেষদিনে আমি সে দুর্ল্লভ বস্তুটিই তোমাকে দিয়ে যাব—চল আমরা কাশী যাই।

হেম মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, চল, কিন্তু এই তোমার শেষ আদেশ। এ কি আমি সহ্য করতে পারব?

পথ-নির্দ্দেশ

গুণী বলিল, পারবে! যখন বুঝবে সংসারের ভালবাসাকে মহামহিমান্বিত করবার জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটীরে অবজ্ঞায় যায় নি—তখনই সহ্য করতে পারবে। যখন জানবে, অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ ক'রে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত ক'রে রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবে সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর, তখন সইতে পারবে ক্ষেম। উঠে ব'স—চল, আজই আমরা কাশী যাই। যে কটা দিন আরো আছি, সে কটা দিনের শেষ সেবা তোমার, ভগবানের আশীর্ব্বাদে, অক্ষয় হয়ে তোমাকে সারা-জীবন সুপথে শান্তিতে রাখবে

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

—গল্প ও উপন্যাস—

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত

প্রিয় বান্ধবী	৩৲
নিশি-পদ্ম	২৷৷৹
কলরব	২৲
দিবাস্বপ্ন	২৲
তরুণী-সঙ্ঘ	১৷৷৹
অবিকল	১৷৹
নবীন যুবক	২৷৷৹
ঘুম ভাঙার রাত	১৷৷৹
কয়েক ঘণ্টা মাত্র	২৲
দুই আর দু'য়ে চার	২৷৷৹

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

পতঙ্গ ২৷৷৹ মরা নদী ৩৷৷৹

বিবস্ত্র মানব ৪৲ কারটুন ২৲

দেহ ও দেহাতীত ৪৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্বয়ংসিদ্ধা ১ম-৩৲, ২য়-৪৷৷৹

কুমারী-সংসদ	২৷৷৹
দুঃখের পাঁচালী	১৷৷৹
ভুলের মাশুল	১৷৷৹
অদৃষ্টের ইতিহাস	২৲
মরুর মাঝারে বারির ধারা	১৷৷৹

উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

নকল পাঞ্জাবী ২৲

অমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত

দক্ষিণের বিল (১ম) ৪৲

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

নিশাচর বাজ	৪৷৷৹
চক্রান্তজালে নারী	২৲
চীনের ড্রাগন	৩৲
লণ্ডনের নরক	২৷৷৹

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ঝড়ো হাওয়া ২৷৷৹

রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কাল-কল্লোল ৪৷৷৹

পুষ্পলতা দেবী প্রণীত

মরু-তৃষা ৩৷৷৹

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নীলকণ্ঠ	২৲
তিনশূন্য	৩৲

আশালতা সিংহ প্রণীত

মধুচন্দ্রিকা ২৷৷৹

ক্রন্দসী ১৷৷৹ স্বয়ম্বরা ২৲

কলেজের মেয়ে ২৲

লগন ব'য়ে যায় ১৷৵৹

শান্তিসুধা ঘোষ প্রণীত

১৯৩০ সাল ২৷৷৹

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

—গল্প ও উপন্যাস—

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্বাধীনতার স্বাদ 8৲
সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲
সরীসৃপ ১৷৷০
মিহি ও মোটা কাহিনী ১৷৷০

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

নিষ্কণ্টক ১৷৷০ দুষ্টগ্রহ ২৲
গ্রামের কথা ২৲
ভুলের ফসল ২৲
ললিতের ওকালতি ২৲

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

জলের আল্পনা ১৷৷০
আলেয়ার আলো ১৷৷০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

পরাজয় ২৲ নিরঞ্জন ২৷৷০
উদাসীর মাঠ ২৲

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

স্মৃতির আলো ২৲

বিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত

বৃন্তচ্যুত ১।০
ঘরের ডাক ২৲

সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

বহ্ন্যুৎসব ১৷৷০ মধুচক্র ১৲
ক্ষণ-বসন্ত ১৷৷০ ময়ূরাক্ষী ১৷৷০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

জনৈকা (মোপাসার অনুবাদ) ২৷৷০
অসাধারণ (টুর্গেনিভের অনুবাদ) ২৲
রাঙ্গামাটির পথ ৩৲
অস্বীকার ২৲ আঁধি ৩৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

লাল মাটি ৪৷৷০

উপনিবেশ

১ম—২৲, ২য়—২৲, ৩য়—২৲

বনফুল প্রণীত

মন্ত্র-মুগ্ধ ২৲ বাহুল্য ২৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

মিলন-মন্দির ৩৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

দুই পক্ষ ২৷৷৩

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

করুণাদেবীর আশ্রম ২৲
তেজস্বতী ১৷৷০

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অতীত বস্তু ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

কলঙ্কিনীর খাল ২৷৷০

—গল্প ও উপন্যাস—

অনুরূপা দেবী প্রণীত

মন্ত্রশক্তি ৪॥০

পোষ্যপুত্র ৪॥০ গরীবের মেয়ে ৪॥০

উল্কা ১॥০ রাঙ্গাশাঁখা ১৲

প্রাণের পরশ ২৲

প্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত

কবে তুমি আসবে ২॥০

অলকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত

নন্দিতা ২॥০

জগদীশ গুপ্ত প্রণীত

রোমন্থন ১৲

দুলালের দোলা ১৲

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত

মনের অগোচরে ২৲

সীতা দেবী প্রণীত

বন্যা ৪৲

ভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত

উৎপলা ২॥০

অশোককুমার মিত্র প্রণীত

দু'ঘণ্টা ২৲

প্রভাত দেবসরকার প্রণীত

অনেক দিন ৩॥০

গিরিবালা দেবী প্রণীত

খণ্ড-মেঘ ২৲

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত

অন্ত্যেষ্টি ২৲

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত

গৌরী ১৲

অশ্রুময় ২৲

অপরাজিতা দেবী প্রণীত

শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবন-চিত্র ৫৲

নিরুপমা দেবী প্রণীত

দিদি ৪॥০

অন্নপূর্ণার মন্দির ৩৲

যুগান্তরের কথা ২৲

ধীরেন্দ্রনাথ বিশী প্রণীত

অল ইণ্ডিয়া

হেয়ার ইন্‌ডাস্‌ট্রি কোং ১৲

অরুণচন্দ্র গুহ প্রণীত

জীবনের বসন্ত ২৸০

চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত

মায়ের ডাক ২৲

রামনাথ (চিত্রোপন্যাস) ২॥০

P. M. Sen

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

— গল্প ও উপন্যাস —

কালকূট	২৷৷০	বিষকন্যা	২৷৷০
কানামাছি	২৷৷০	দুর্গরহস্য	৩৷৷০
ছায়াপথিক	৩৲	শাদা পৃথিবী	৩৲
ঝিন্দের বন্দী			৩৲
কালের মন্দিরা			৩৷৷০
কাঁচামিঠে			২৷৷০

— চিত্র-নাট্য —

যুগে যুগে	২৷৷০	কালিদাস	২৲
পথ বেঁধে দিল			২৷৷০

— ডিটেকটিভ উপন্যাস —

ব্যোমকেশের গল্প	২৲
ব্যোমকেশের কাহিনী	২৷৷০
ব্যোমকেশের ডায়েরী	২৷৷০

— নাটক —

বন্ধু	১৸০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

শরৎচন্দ্রের পুস্তকাবলী

বিরাজ-বৌ	...	২৲
বিন্দুর ছেলে ও রামের সুমতি	...	২৲
পথ-নির্দেশ	...	১৲
বড়দিদি	...	১৷০
পণ্ডিতমশাই	...	২৲
অরক্ষণীয়া	...	১৷০
বৈকুণ্ঠের উইল	...	১৷০
মেজদিদি	...	১৷০
[illegible]	...	১৷০
পরিণীতা	...	১৷০
[illegible]	...	২৲
[illegible] (১ম পর্ব)	...	৩৲
[illegible] (২য় পর্ব)	...	৩৲
[illegible] (৩য় পর্ব)	...	৩৲
[illegible] (৪র্থ পর্ব)	...	৩৲
[illegible]	...	২৷০
[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	...	১৷০
[illegible]	...	১৷০
[illegible] ছবি	...	১৷০

গৃহদাহ	...	৪৷০
পল্লী-সমাজ	...	২৷০
বামুনের মেয়ে	...	২৲
দেনা-পাওনা	...	৪৲
নব-বিধান	...	১৸০
শেষ প্রশ্ন	...	৫৲
বিপ্রদাস	...	৪৲
শেষের পরিচয়	...	৪৷০
শুভদা ২৷০ হরিলক্ষ্মী		১৷০
অনুরাধা, সতী ও পরেশ		১৷০
নারীর মূল্য	...	২৲
শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী		৫৲

নাটক

বিরাজ বৌ	২৷০
নিষ্কৃতি ১৷০ কাশীনাথ	২৲
রমা ২৲ ষোড়শী	১৷০
বিজয়া	২৲
রামের সুমতি	১৷০
বিন্দুর ছেলে	১৷০
[illegible]সার প্রেম	১৷০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট — কলিকাতা-৬